দৈনিক বরুড়া কণ্ঠ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মোঃ ইউসুফ আলী

দৈনিক

বরুড়া কণ্ঠ

প্রকাশনায় ২৫ বছর

দেশ, মাটি ও মানুষের মুখপত্র

রেজিঃ নং চ-৩৫৯, বর্ষঃ ১০ সংখ্যা ঃ ১০৭, বুধবার ৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ০১ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরী, পৃষ্ঠা ৪ মূল্য ৫

মঙ্গলবার রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৫ এর উদ্বোধন ও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।

জনবান্ধব পুলিশ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার : জনবান্ধব পুলিশ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্?সে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৫' উপলক্ষে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ আহ্বান জানান। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পুলিশ সদস্যদের ব্যবহার, সেবার মানসিকতা ও আন্তরিকতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে হবে। এর মাধ্যমে পুলিশের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ যেন কোনও রকম হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার না হন্ত সে দিকে লক্ষ্য ৩-এর পাতায় দেখুন

অবকাঠামো উন্নয়ন হলেও শিক্ষক-কর্মচারী সংকটে বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ

আবু ইউছুফ রাবেত ঃ কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজটি ১৯৭২ ইং সনে স্থাপিত হয়। প্রায় ৪ যুগের বেশি প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অনেক সুনাম খ্যাতি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক-কর্মচারী সংকটে শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা ব্যহত হচ্ছে বলে স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে।

জানা যায়, কলেজের আইসিটি শিক্ষক পদ শূন্য, অফিস সহায়ক ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের পদ শূন্য রয়েছে বলে স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে। অফিস সহায়ক ও কর্মচারী পদে ৯ টি পদের মধ্যে ৬টি পদ শূন্য রয়েছে। এ দিকে কলেজের ছাত্রাবাসে পানি সংকট রয়েছে। রাতের বেলায় ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোর অভাব রয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ শিবতোষ নাথ এর তত্ত্বাবধায়নে এবং গত ৭বছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হচ্ছে- কলেজের প্রশাসনিক ভবন স্থানান্তর করে নতুন ভবন স্থাপন, ছাত্রদের জন্য বৃহৎ পরিসরে শৌচাগার তৈরী, প্রশাসনিক ভবন সিসি টিভির আওতাভুক্ত করণ, কলেজ মাঠের দীর্ঘ দিনের জলাবদ্ধতা দূরীভূত সহ কলেজের আন্তঃসংযোগ সড়কের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অধ্যক্ষ শিবতোষ নাথ জানান, প্রকৌশলী অধিদপ্তরের মাধ্যমে বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজের আরো উন্নয়ন হবে। এ দিকে কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন অব্যাহত থাকলেও আইসিটি শিক্ষক ও কর্মচারী সংকটে শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা ব্যহত হচ্ছ বলে অভিভাবক মহল মনে করেন।

দ্বিতীয় বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমরা একটি ন্যায্যতার ভিত্তিতে গঠিত বৈষম্যমুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্ন দেখছি। আমরা দ্বিতীয় বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি। জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে। এ সুযোগ যেন আমরা না হারাই। এ সুযোগ হারালে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চিরজীবনের জন্য দায়ী থাকবো। গতকাল মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৫'-এর উদ্বোধন এবং পুলিশ সদস্যদের পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নতুন বাংলাদেশের পথে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ড. ইউনূস বলেন, বিশ্বের বুকে একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এবং আগামীতেও তা ধরে রাখবে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আপনাদের কাজ, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক্ত সবকিছু দেখেই দুনিয়া বিচার করে, আমরা সভ্যতার কোন স্তরে আছি। আমরা চাই, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও প্রশংসিত হোক। পুলিশ বাহিনীর ঐতিহাসিক ভূমিকার স্মরণ করে তিনি বলেন, 'একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে বাঙালি পুলিশ সদস্যরাই সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এটাই বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবময় ইতিহাসের সূচনা। আমরা শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং আশা করি, তাদের আদর্শ অনুসরণ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বৈষম্যহীন, ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাবে।

আওয়ামী লীগ আমলের সমালোচনা ও সংস্কারের অঙ্গীকার: তবে বিগত ১৫ বছরের 'স্বৈরাচারী শাসনামলে পুলিশ বাহিনী দলীয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল' উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এতে জনগণের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় এবং বহু সৎ পুলিশ সদস্যকেও এর খেসারত দিতে হয়েছে। আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় পুলিশ বাহিনী ছিল ভঙ্গুর অবস্থায়। তখন থেকে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, জনগণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সড়ক-মহাসড়কে বিশৃঙ্খলা নিরসন, বিশেষ ৩-এর পাতায় দেখুন

বরুড়ায় বজ্রপাতে নিহত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করলেন ইউএনও

মোঃ শরীফ উদ্দিনঃ কুমিল্লার বরুড়ায় উপজেলার খোশবাস উত্তর ইউনিয়নের পয়ালগচ্ছ গ্রামে বজ্রপাতে নিহত দুই পরিবার ও আহত এক পরিবার কে নগদ ৫৭ হাজার ৫ শত টাকা দিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বরুড়া উপজেলা প্রশাসন।

২৮ এপ্রিল সোমবার দুপুরে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংবাদ শুনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নু-এমং মারমা মং একটি টিম নিয়ে নিহত কিশোরদের বাড়িতে ছুটে যান।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের খোঁজ খবর নেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার নু-এমং মারমা মং। এ সময় তিনি পয়ালগচ্ছ গ্রামে বজ্রপাতে নিহত জিহাদ হোসেন ও ফাহাদ হোসেন এর পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকা করে মোট ৫০ হাজার টাকা এবং বজ্রপাতে আহত আবু সুফিয়ান এর চিকিৎসার জন্য সাড়ে ৭ হাজার টাকা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নগদ প্রদান করেন। এ সময় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। পাশাপাশি সমাজের বৃত্তবানদের কে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

আগামী নির্বাচনে সীমিত পরিসরে হলেও প্রবাসীদের ভোটের প্রস্তুতি চলছে

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতিশ্রুতি, সীমিত পরিসরে হলেও আগামী নির্বাচনেই প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে চায় নির্বাচন কমিশন। সে লক্ষ্যে সব প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এ জন্য রাজনৈতিক দলসহ অংশীজনদের সহযোগিতা প্রয়োজন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল পৌনে ১০টায় নির্বাচন কমিশন অডিটোরিয়ামে সেমিনার 'অন ডেভেলপমেন্ট অব ভোটিং ফর ডায়াস্পোরা বাংলাদেশিস' অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিএনপি ও জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ৩-এর পাতায় দেখুন

বরুড়ায় আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

আবু ইউছুফ রাবেত : আজ ২৮ এপ্রিল রোজ সোমবার বরুড়ায় আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল দশটায় বরুড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার নু-এমং মারমা মং এর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন বরুড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) উম্মে মুসলিমা, বরুড়া থানা অফিসার ইনচার্জ কাজী নাজমুল হক, বরুড়া উপজেলা মুক্তিযুদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক সর্দার, কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (০১) বরুড়া'র ডিজিএম, প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা মোঃ মনির হোসেন , বরুড়া বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী, অপরাধ সংবাদের সম্পাদক জসিম উদ্দিন খোকন, সাপ্তাহিক টেলিফোনের সম্পাদক ও বরুড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ আবুল হাসেম, সাধারণ সম্পাদক দৈনিক আমাদের সময়ের বরুড়া প্রতিনিধি ও দৈনিক কুমিল্লার কাগজের স্টাফ রিপোর্টার মোঃ ইলিয়াছ আহমদ, বরুড়া উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দৈনিক মানবজমিনের বরুড়া প্রতিনিধি ও দৈনিক শিরোনামের স্টাফ রিপোর্টার মোঃ ইকরামুল হক, বরুড়া থানা প্রেসক্লাবের সভাপতি সোহেল খন্দকার, সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক দেশ রূপান্তরের বরুড়া প্রতিনিধি সুজন মজুমদার, পৌরসভা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী আনোয়ার হোসেন, বরুড়া উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোস্তাকিম পাটোয়ারীএবং সাধারন সম্পাদক লিটন পন্ডিত, ও পাভেল সহ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রেহানার স্বামী-দেবরসহ ৮ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের নামে বিপুল অর্থ লোপাটের অভিযোগ থাকায় শেখ রেহানার স্বামী শফিক আহমেদ সিদ্দিক, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও শেখ রেহানার দেবর তারিক আহমেদ সিদ্দিকের মালিকানাধীন প্রচ্ছায়া লিমিটেডের আট পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তরা হলেন- শেখ রেহানার স্বামী শফিক আহমেদ সিদ্দিক, তারিক সিদ্দিকের স্ত্রী শাহিন সিদ্দিক, মেয়ে বুশরা সিদ্দিক ও নওরিন তাসমিয়া সিদ্দিক, সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল শহীদ উদ্দিন খান, তার স্ত্রী ফারজানা আনজুম, তাদের দুই মেয়ে শেহতাজ মুন্নাসী খান ও পারিজা পাইনাজ খান। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এদিন দুদকের পক্ষে সংস্থাটির উপ-পরিচালক মনিরুল ইসলাম তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ৩-এর পাতায় দেখুন

পুতুলের গুলশানের ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের গুলশানের একটি ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। যার মূল্য ধরা হয়েছে, ৫৭ লাখ টাকা। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম ফ্ল্যাট জব্দের আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। মামলা নিস্পত্তির আগে এ সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে অনুসন্ধানে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্থাবর সম্পদ বা সম্পত্তির মালিকানা যেন পরিবর্তন বা স্থানান্তর কিংবা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর করতে না পারেন; এজন্য ফ্ল্যাটটি জব্দ করা প্রয়োজন। এর আগে গত ১১ মার্চ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নামে থাকা ধানমন্ডির 'সুধা সদন' ৩-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি করার ঘটনায় ফাহিম গ্রেফতার

মাহবুব কবির ঃ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে কুমিল্লা নগরীর পুলিশ লাইনস এলাকায় শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি করার ঘটনায় ফাহিমকে আটক করেছে পুলিশ।সোমবার কুমিল্লা সদর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।ফাহিম কুমিল্লা সদরের দুর্গাপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামের হুমায়ুন কবিরের ছেলে। কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম তাকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ৩ আগস্ট নগরীর পুলিশ লাইনস এলাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালান ফাহিম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার ভোরে দুর্গাপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। এসময় ফাহিমকে তার ফুফুর বাসা থেকে ৩-এর পাতায় দেখুন

পলিথিনমুক্ত মডেল বাজার কমিটিকে পুরস্কৃত করা হবে

-- পরিবেশ সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেছেন, প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ বন্ধে আগে নিজেকে বদলাতে হবে, পরে সমাজ বদলাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব। গতকাল মঙ্গলবার সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত নিষিদ্ধ পলিথিন ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। পরিবেশ সচিব বলেন, বাজার কমিটি ও সরকারি দপ্তরের সহযোগিতায় নিষিদ্ধ পলিথিন ও প্লাস্টিকমুক্ত মডেল বাজার গড়া সম্ভব। এরকম বাজার গড়ে উঠলে কমিটিকে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সংগঠনকে যুক্ত করে কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতির কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, নদী-খাল ভরাট হচ্ছে, মাইক্রোপ্লাস্টিক মানবদেহে প্রবেশ করছে। সরকার নিষিদ্ধ পলিথিনের বিরুদ্ধে আইনানুগ অভিযান পরিচালনা করছে এবং পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ানো ৩-এর পাতায় দেখুন

পুলিশের জন্য ১৭২ কোটি টাকায় কেনা হবে ২০০ জিপ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পুলিশের জন্য ২০০টি জিপ গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে এই জিপ গাড়ি কেনা হবে। এতে মোট ব্যয় হবে ১৭২ কোটি টাকা। এই জিপ গাড়ি কিনতে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। সেই সঙ্গে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন টাঙ্গাইল কটন মিলসের ১.৩৬ একর জমি বিক্রয়, স্মার্ট কার্ড ও পারসোনালাইজেশন এবং 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' খচিত লেখা মুদ্রণ কাজের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এসব অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশনাল কাজে ব্যবহারের জন্য ২০০টি ডাবল কেবিন পিকআপ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি তাতে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ১ জুন থেকে ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত গণঅভ্যুত্থান ও তৎপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত ঘটনায় দেশের ৬৩৯টি থানার মধ্যে ৪৬০টি থানায় এবং অন্যান্য পুলিশ স্থাপনায় অগ্নিসংযোগের কারণে বাংলাদেশ পুলিশের বিপুল সংখ্যক যানবাহন ভস্মীভূত হয়। ফলে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য পিকআপ ক্রয়ের প্রয়োজন। এ অবস্থায়, রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে পিপিএ-২০০৬ এর ৬৮ (১) ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৬ (২) অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশের জন্য ২০০টি ডাবল কেবিন পিকআপ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের কাছ থেকে ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হলে তাতে অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। প্রতিটি পিকআপের একক মূল্য ৮৬ লাখ টাকা হিসেবে ২০০টি পিকআপ ক্রয়ে ব্যয় হবে ১৭২ কোটি টাকা। বৈঠকে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৩-এর পাতায় দেখুন

ছয় দফা দাবিতে মঙ্গলবার থেকে দেশব্যাপী সব পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একযোগে শান্তিপূর্ণ 'শাটডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কারিগরি ছাত্র আন্দোলন। ছবিটি ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে তোলা।

জাতীয় নাগরিক পার্টির সঙ্গে গণসংহতি আন্দোলনের বৈঠক আজ

স্টাফ রিপোর্টার : সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অধিকতর ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে আজ বুধবার জাতীয় নাগরিক পার্টির সঙ্গে আলোচনা ও বৈঠক করবে গণসংহতি আন্দোলন। গতকাল মঙ্গলবার গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে অধিকতর সমঝোতা ও ঐক্য তৈরি করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে গণসংহতি আন্দোলন। ৩-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে পাসপোর্টও বিবেচনায় নিতে হবে

-- নজরুল ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে কেবল জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বিবেচনায় নিলে হবে না। এনআইডির পাশাপাশি পাসপোর্টও বিবেচনায় নিতে হবে। কেননা, অনেকের এনআইডি নেই। গতকাল মঙ্গলবার ৩-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের তালা

স্টাফ রিপোর্টার : ছয় দফা দাবিতে শাটডাউন কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এতে করে প্রতিষ্ঠানটির সব একাডেমিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মূল দাবি হলো, জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের ৩০ শতাংশ কোটা বাতিল; জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদোন্নতির রায় বাতিল; ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদবি পরিবর্তন; মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাকরিচ্যুত করা; ২০২১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের নিয়োগ বাতিল ও বিতর্কিত নিয়োগবিধি অবিলম্বে সংশোধন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মো. মোস্তাফিজুর রহমান খানকে অপসারণ করে তাকে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরে সংযুক্ত করা হয়েছে। তার স্থলে উপাধ্যক্ষ শাহেলা ৩-এর পাতায় দেখুন

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ জরুরি: কাদের গণি

স্টাফ রিপোর্টার : গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয় বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী। তিনি সাংবাদিকদের ওপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতা, হয়রানি ৩-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
বরুড়া কণ্ঠ
প্রকাশনায় ২৫ বছর
দেশ, মাটি ও মানুষের মুখপত্র
বুধবার ৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ বৈশাখ ১৪৩২

দেশের গ্যাস খাতে সিস্টেম লসে বছরে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বিলিয়ন ডলার

দেশে ৬টি কোম্পানি পাইপলাইনে গ্যাস বিতরণ করে

কোম্পানিটির আওতায় মোট ২৮ লাখ ৮৩ হাজারের বেশি গ্রাহক রয়েছে। গ্রাহক ও গ্যাসের ব্যবহার ভেদে কোম্পানিটির সিস্টেম লস জানুয়ারির হিসাবে ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের গ্যাস খাতে সিস্টেম লসে বছরে বিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। মূলত পুরনো পাইপলাইন, লিকেজ, চুরি ও অপরিকল্পিত অবকাঠামোর কারণে কারিগরি ত্রুটিতে এ ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। দেশে ৬টি কোম্পানি পাইপলাইনে গ্যাস বিতরণ করে। ওসব কোম্পানির মধ্যে তিতাসের গ্রাহক সংখ্যাই বেশি। কোম্পানিটির আওতায় মোট ২৮ লাখ ৮৩ হাজারের বেশি গ্রাহক রয়েছে। গ্রাহক ও গ্যাসের ব্যবহার ভেদে কোম্পানিটির সিস্টেম লস জানুয়ারির হিসাবে ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ। আর এর বাইরে বাকি পাঁচটি কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা সীমিত। জ্বালানি বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বর্তমানে গ্যাসের ব্যবহার ও গ্রাহক বিবেচনায় বিতরণ পর্যায়ে এখন ১১ শতাংশের কাছাকাছি সিস্টেম লস। যদিও বিতরণ কোম্পানি সংশ্লিষ্টদের দাবি- সিস্টেম লস এখন গড়ে সাড়ে ১০ শতাংশের মতো। বাংলাদেশে গ্যাসের সিস্টেম লস ভারতের তিন গুণ ও পাকিস্তানের দ্বিগুণ। পাকিস্তানের গ্যাস খাতের সিস্টেম লস এখন ৫ শতাংশের কিছু বেশি। আর ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ খাতে সিস্টেম লস গড়ে ৩-৪ শতাংশের বেশি নয়। দেশের গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলোর সিস্টেম লস অভাবনীয় হারে বেড়ে যাওয়ায় গ্যাস খাতে প্রতি বছর ১ বিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। সূত্র জানায়, চলতি বছর বিতরণ কোম্পানিগুলোর সিস্টেম লস সর্বোচ্চ ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে। বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ৩-এর পাতায় দেখুন

জলবায়ু একটি ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট সংকট

-- প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : জলবায়ু সংকট কেবল একটি পরিবেশগত জরুরি অবস্থা নয়, বরং এটি একটি ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট সংকট বলে উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি আবুধাবি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, গত ২৮ এপ্রিল প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত 'Climate Justice and the Constitution: Reflections from the Global South' শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি আবুধাবিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্র, শিক্ষক, আইনজ্ঞ, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি আবুধাবির আইন বিভাগের অধ্যাপক পাবলস এলেফথেরিয়াডিস। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে যে, অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশের মতো পরিবেশগত ঝুঁকির শিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধান, মানবাধিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যকার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয়। যেখানে প্রধান বিচারপতি তাঁর ভাষণে ৩-এর পাতায় দেখুন

সব শর্ত মেনে আইএমএফের ঋণ নেওয়া হবে না : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ এখন আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল নয় বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, আইএমএফের সব শর্ত মেনে আমরা ঋণ নিতে চাই না। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. সালেহউদ্দিন এ কথা বলেন। চলতি মাসে ঢাকায় আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সফরে ঋণের চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির ১৩০ কোটি ডলার ছাড়ের বিষয়ে কোনো সুরাহা হয়নি। মুদ্রার বিনিময় হার অধিকতর নমনীয় করা ও কর আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সমঝোতা হয়নি।

সম্প্রতি আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বসন্তকালীন সভায় অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরসহ সরকারের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আইএমএফ চায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। তবে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পুরোপুরি ৩-এর পাতায় দেখুন

ডিইপিজেডে বিদ্যুৎ বিপর্যয় ৩০ ভাগ কারখানা বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ডিইপিজেড) বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের পাওয়ার প্লান্টের গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় কারখানাগুলোতে উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বেশ কিছু কারখানায় জেনারেটর ব্যবহার করে উৎপাদন সচল রাখার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। যদিও ৩০ ভাগ কারখানা বন্ধ রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডিইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক শরীফুল ইসলাম। এর আগে গত সোমবার দুপুরে ডিইপিজেডের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের পাওয়ার প্লান্টের গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় রপ্তানিকরণ অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে। ডিইপিজেড সূত্রে জানা যায়, ডিইপিজেডের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড পাওয়ারের বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় গত সোমবার দুপুর ১ টা দিকে ডিইপিজেডে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তবে ৭০ ভাগ কারখানা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদের উৎপাদন কার্যক্রম সচল রেখেছেন। ৩-এর পাতায় দেখুন

নীলফামারীতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে লাগা আগুনে দগ্ধ দুই বোন

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীর সদরে সংগলশী ইউনিয়নের হাজী পাড়া এলাকায় রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুই বোন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার আনুমানিক সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে রান্না করার সময় ঘটনাটি ঘটে। অগ্নিদগ্ধরা হলেন- সুইটি আক্তার (২০) ও তাসকিনা আক্তার (২৩)। তারা জেলার ডোমার উপজেলার হরিণচড়া গ্রামের আবুল কাশেমের মেয়ে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উত্তরা ইপিজেডের সেকশন সেভেন নামক পোশাক কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন তারা। দুই বোনই ওই এলাকায় একটি ভাড়ায় বাসায় বসবাস ৩-এর পাতায় দেখুন

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে গাঁজা

মাহবুব কবির:কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে গাঁজা সরবরাহ করতে গিয়ে কারারক্ষীদের হাতে ধরা পড়েছেন কামাল হোসেন নামের এক যুবক। মঙ্গলবার সকালে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটকে এ ঘটনা ঘটে।

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার হালিমা খাতুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতার কামাল হোসেন কুমিল্লা সদর উপজেলার কাপ্তানবাজার পাক্কার মাথা এলাকার আবদুর রবের ছেলে।

কারাগার সূত্রমতে, মঙ্গলবার সকালে কামাল হোসেন দর্শনার্থী হিসেবে কারাগারে থাকা এক আসামির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাকে দেখে কারারক্ষীর সন্দেহ হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে দেহ তল্লাশি করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ১৩ গ্রাম গাঁজা পাওয়া যায়।

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার হালিমা খাতুন বলেন, কামাল হোসেন নামের এক দর্শনার্থীর কাছে গাঁজা পাওয়ার পর ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে এক মাসের সাজা দেওয়া হয়েছে। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগে প্রলোভনে প্রতারিত হবেন না

-- সদর দফতর

স্টাফ রিপোর্টার : স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে প্রার্থী নির্বাচন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশে কনস্টেবল পদে নিয়োগ লাভে প্রলোভনে পড়ে কারও সঙ্গে আর্থিক লেনদেন, বা অন্য কোনও অনিয়মে জড়িয়ে প্রতারিত না হতে সবার প্রতি অনুরোধ করছে পুলিশ সদর দফতর। গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া) ইনামুল হক সাগরের পাঠানো এক বার্তায় এই অনুরোধ জানানো হয়েছে। বার্তায় আরও বলা হয়েছে, কেউ আর্থিক লেনদেন বা অন্য ৩-এর পাতায় দেখুন

প্রচ্ছায়া লিমিটেডের ৮ পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অভিযোগ অনুসন্ধান চলমান থাকায় প্রচ্ছায়া লিমিটেডের আট পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তরা হলেন, প্রচ্ছায়া লিমিটেডের পরিচালক বুশরা সিদ্দিক, শেহতাজ মুন্নাসী খান, শহিদ উদ্দিন খান, শাহিন সিদ্দিক, শফিক আহমেদ শফিক, পারিজা পাইনাজ খান, নওরিন তাসমিয়া সিদ্দিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা আনজুম। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিবের ৩-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য ২০ শতাংশ বরাদ্দের দাবি বিশেষজ্ঞদের

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে শিশুদের জন্য কমপক্ষে ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখার দাবি জানিয়েছে বিশেষজ্ঞরা। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সামাজিক সংগঠন নাগরিক বিকাশ ও কল্যাণের (নাবিক) আয়োজনে 'জনবান্ধব ৩-এর পাতায় দেখুন

শিশু আছিয়াকে ধর্ষণ-হত্যার মামলায় ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরায় আলোচিত আট বছরের শিশু আছিয়াকে ধর্ষণ ও হত্যার মামলায় ১০ জনের সাক্ষ্য নিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার সকালে যে ১০ জন সাক্ষ্য দেন, তারা হলেন- ঢাকা দক্ষিণ বিএনপির সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম নয়ন, আছিয়ার বোন, সাইফুল শেখ, জবেদা, জোহরা, হিটুর প্রতিবেশী শিহাব শেখ, মদিনাতুল গোরস্থান মাদরাসার খাদেম জামাল মোল্লা, মাগুরা সদর থানার পরিচ্ছন্নতা কর্মী আসাদুজ্জামান নবীন, মাগুরা সদর থানার এএসআই এমাদুল হক ও রমজান ৩-এর পাতায় দেখুন

পুকুরে স্কুলছাত্রের মরদেহ

মাহবুব কবির:কুমিল্লার লাসকামে নিখোঁজের একদিন পর পুকুর থেকে দুই স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে লাকসাম পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের গুনতি পূর্বপাড়ার একটি পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলো, গুনতি পূর্ব পাড়ার রুবেল মিয়ার ছেলে মো. জিহাদ হোসেন (৭) ও একই এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে সাব্বির হোসেন মহিন (১০)। তারা স্থানীয় গুনতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার দুপুরের পর জিহাদ ও সাব্বির নিখোঁজ হয়। সন্ধ্যার পরও দুইজন বাড়িতে না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের লোকজন। রাত পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে ভাসমান অবস্থায় দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেন স্বজনরা।

এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে জানায় লাকসাম থানা পুলিশ সূত্র।

বাংলাদেশে পেপাল, ওয়াইজ ও স্ট্রাইপ চালুর দাবি ফ্রিল্যান্সারদের

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের তরুণ উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সাররা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ের অভাবে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতায় পড়ছেন। এই সংকট নিরসনে বাংলাদেশে পেপাল, ওয়াইজ ও স্ট্রাইপের মতো জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সেবা চালুর দাবি জানিয়েছেন ফ্রিল্যান্সার ও আইটি পেশাজীবীরা। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে 'বাংলাদেশ ৩-এর পাতায় দেখুন

যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক

অপসারণ করা হচ্ছে মরা ও ঝুঁকিপূর্ণ শতবর্ষী গাছ

স্টাফ রিপোর্টার : যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের দুই পাশের শতবর্ষী মরা ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছ এবং হেলে পড়া ডাল অবশেষে অপসারণ করা হচ্ছে। এগুলো অপসারণ করতে চিঠি দিয়েছে জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আছাদুজ্জামান স্বাক্ষরিত চিঠিটি মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) সড়ক ও জনপথ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন, থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে দেওয়া হয়েছে। ঝড় ও বর্ষা মৌসুমে এ সড়কটিতে চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বিষয়টি গত ২৫ এপ্রিল জেলা পরিষদের দৃষ্টিতে আনেন নাভারণ হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকনুজ্জামান। পাশাপাশি যশোর নাগরিক অধিকার আন্দোলনের পক্ষ থেকেও গাছ অপসারণে আবেদন করা হয়। বিষয়টি আমলে নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দেয় জেলা পরিষদ। চিঠিতে বলা হয়, যশোর সড়ক বিভাগাধীন যশোর-বেনাপোল (এন-৭০৬) একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়ক। উল্লেখিত জাতীয় মহাসড়কের উভয় পাশে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু শতবর্ষী মরা গাছ ও ঝুঁকিপূর্ণ ডালপালা রয়েছে। প্রায় সময় শতবর্ষী গাছের ডালপালা ভেঙে পথচারী নিহত/আহত ও যানবাহনের ক্ষতি হচ্ছে। চলতি বর্ষা মৌসুমে ঝড় ও বৃষ্টিপাতের ফলে যে কোনো সময় মরা গাছ ও গাছের ২-এর পাতায় দেখুন

নওগাঁয় স্কুল ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর পোরশা উপজেলায় এক স্কুল ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় দুই জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে ছয় মাসের বিনাশ্রম ও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক মেহেদী হাসান তালুকদার এ রায় দেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী রেজাউল করিম যাবজ্জীবন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা ৩-এর পাতায় দেখুন

কারিগরি শিক্ষার্থীরা যা শিখছেন চাকরির বাজারে তার চাহিদা নেই

স্টাফ রিপোর্টার : কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এখনো পুরোনো কারিকুলাম পড়ছেন। তারা যেসব বিষয়ে দক্ষ হয়ে বের হচ্ছেন, সেসব কাজের চাহিদা এখন আর চাকরির বাজারে নেই। ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী কারিগরি থেকে পড়াশোনা শেষে ডিগ্রি অর্জন করলেও বাজারের চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না। কারণ চাহিদার সঙ্গে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের (দক্ষতা উন্নয়ন) তেমন কোনো সম্পর্কই নেই। গতকাল মঙ্গলবার বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সংস্থার গবেষকরা।

রাজধানী ধানমন্ডিতে সংস্থাটির কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বর্তমান পরিস্থিতি ও সংস্কার চিন্তা' নিয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশের কর্মসংস্থান তৈরির একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হতে পারে কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ জনশক্তি। প্রচলিত সাধারণ ৩-এর পাতায় দেখুন

সাভারে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : সাভারে তৃতীয় শ্রেণি (১০) পড়ুয়া এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষার্থীর বাবা বাদী হয়ে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সাভার মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তবে এ ঘটনায় অভিযুক্ত মমতাজকে (৬৫) এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এ ছাড়াও ভুক্তভোগী শিশুটি বর্তমানে মানিকগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি তার পরিবারের সঙ্গে সাভারের একটি ইউনিয়নে বসবাস করেন। গত ১৪ এপ্রিল বিকালে মমতাজ শিশুটির ৩-এর পাতায় দেখুন

চমেক শিক্ষার্থী আবিদ হত্যার ১২ আসামিকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১১ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) ছাত্রাবাসে ছাত্রদলকর্মী সন্দেহে ৫১তম ব্যাচের ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবিদুর রহমান আবিদ হত্যা মামলায় খালাস পাওয়া ১২ আসামিকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আসামিরা ছাত্রলীগের তৎকালীন চমেক শাখার নেতাকর্মী। ওই মামলার বাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মো. জাকির হোসেন ও বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুরের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। রুলে বিচারিক আদালতের দেওয়া রায় কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়েছেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী অজি উল্লাহ ও আইনজীবী আজিমুদ্দিন পাটোয়ারি। আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। আসামিরা হলেন- তৎকালীন ছাত্রসংসদের ভিপি মফিজুর রহমান জুম্মা, চমেক ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল পারভেজ সুমন, সাধারণ সম্পাদক বিজয় সরকার, সহ-সাধারণ সম্পাদক হিমেল চাকমা, ফেরদৌস রাসেল, শান্ত দেবনাথ, মাহাফুজুর রহমান ধীমান, নাসির উদ্দিন পাটোয়ারী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, মোস্তফা কামাল, রাশেদুর রেজা সানি ও সালমান মাহমুদ রাফসান। ছাত্রদল চমেক শাখার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ আহমেদ দাবি করেছিলেন, আবিদ তাদের সক্রিয় কর্মী ছিল। আবিদসহ ছাত্রদল ৩-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর শ্যামপুরে পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ইউসুফ আলী পাটোয়ারী নামে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার কদমতলী থানার ওসি শফিয়াত উল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওসি বলেন, পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ইউসুফ আলী পাটোয়ারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তাকে বাসাবো থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। থানা পুলিশ জানায়, শিশুটির মা কদমতলী এলাকায় ভাঙারির ব্যবসা করেন। শনিবার কাজের উদ্দেশে বের হলে একই এলাকার মো. ইউসুফ ৩-এর পাতায় দেখুন

মেরাদিয়ায় পশুর হাট বসানোয় হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বনশ্রী এলাকার মেরাদিয়া বাজারের পূর্ব পাশে খাল পাড়ের খালি জায়গায় ঈদুল আজহা উপলক্ষে অস্থায়ী পশুর হাট বসানোর ওপর তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন হাইকোর্ট। স্থানীয় এক বাসিন্দার করা রিটের শুনানি নিয়ে বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকারের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন ৩-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ **মোসাঃ তাসলিমা আক্তার**, সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ঃ **অধ্যক্ষ শাহ-আলম**
সম্পাদক কর্তৃক কালার প্লাস অফসেট প্রেস পুরাতন চৌধুরীপাড়া, ৩৬৯ নং হোল্ডিং এর দোকান নং-২ মোঘলটুলী, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় কার্যালয় থানা রোড, বরুড়া কুমিল্লা,
মোবাইল : ০১৮১৯-০৯৭৭৬২ (সম্পাদক)। **ঢাকা অফিস** : ২১৭/এ, ফকিরাপুল ১ম গলি(৩য় তলা), ঢাকা-১০০০। ইমেইল : barurakantha62@gmail.com

সম্পাদকীয়

সাংবাদিক নির্যাতন

নতুন বাংলাদেশে পুরোনো ছায়া

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ ও সুশাসনের পথে সাংবাদিকরা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। অথচ দুঃখজনকভাবে, দেশে সাংবাদিক নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বছরের পর বছর সাংবাদিকরা ভয়ভীতি, হুমকি, হামলা, মামলা, গুম ও হত্যার শিকার হচ্ছেন। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে বিভাগীয় শহর ও মফস্বল–কোথাও এই চিত্রের ভিন্নতা নেই। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশে যে নতুন পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তাতে আশা করা হয়েছিল সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়নের সংস্কৃতি বন্ধ হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতার অপব্যবহার ও সরকারি কর্মকর্তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের ধারাবাহিকতা এখনো থামেনি। পত্রপত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, সাতক্ষীরার তালায় কালের কণ্ঠের প্রতিনিধি রোকনুজ্জামান টিপুর ওপর ঘটে যাওয়া ঘটনাটি এরই একটি দৃষ্টান্ত। দুর্নীতির অনুসন্ধানে গিয়ে তিনি উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলীর কাছ থেকে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ওপর হামলা এবং পরে তাৎক্ষণিকভাবে ইউএনওর রায়ে তাঁর সাজা দেওয়া দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি উদ্বেগজনক দৃষ্টান্ত। যদিও ইউএনও বলছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই সাজা দেওয়া হয়েছে, তবু প্রশ্ন থেকে যায়–একজন সাংবাদিককে পেশাগত অনুসন্ধান করতে গিয়ে দণ্ডিত করা ন্যায়বিচারের পরিপন্থি কি না। সাংবাদিকরা তথ্যের অনুসন্ধান করেন জনস্বার্থ রক্ষার জন্য। সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাও তাঁদের কাজের অন্যতম অংশ। স্বাভাবিকভাবেই কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি তুলে ধরার প্রচেষ্টায় তাঁদের বাধা দেওয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সাম্প্রতিক উদ্বেগও ইঙ্গিত দেয়, গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ দেশে সুশাসনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি দেশের গণমাধ্যম যত স্বাধীন, সে দেশের গণতন্ত্র ততই শক্তিশালী হয়। বাংলাদেশের মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে পিছিয়ে পড়া একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা, যার পরিবর্তনের প্রত্যাশা এখন আরও বেশি। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে বারবার সাংবাদিকতার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবতা যেন এখনও পুরোনো ছায়ায় ঢাকা। নতুন বাংলাদেশ গঠনের পথে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করে নয়, বরং তা সহজ করে দিয়েই সত্যিকারের গণতন্ত্র ও সুশাসনের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এজন্য প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা, স্বাধীন তদন্ত এবং সাংবাদিকদের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা প্রদর্শন জরুরি।

অপসারণ করা হচ্ছে মরা ও ঝুঁকিপূর্ণ

ঝুঁকিপূর্ণ ডালপালা ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এ বিষয়ে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় জেলা পরিষদকে এসব গাছ ও গাছের ঝুঁকিপূর্ণ ডালপালা অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনেক বার বলা হলেও কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বর্তমানে জীবনহানির ঝুঁকি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে উক্ত মরা গাছ ও গাছের ঝুঁকিপূর্ণ ডালপালা কর্তন ও অপসারণ করে জেলা পরিষদের ডাকবাংলো চত্বরে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। জানা গেছে, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক যশোর রোডে (যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক) কালের সাক্ষী হয়ে থাকা শতবর্ষী গাছগুলো এখন মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়েছে। পরিবেশবন্ধু গাছগুলো কালের পরিক্রমায় এখন মহাশত্রু। কারণ গাছগুলোর বেশির ভাগই এখন মৃত বা অর্ধমৃত। সরকারি হিসেবে ৬৯৭টি বুড়ো গাছ এখনো টিকে আছে, কিন্তু এগুলোর ৬০ শতাংশই ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া ছোটবড় ঝড়ে এ পর্যন্ত ১৫টি গাছ উপড়ে রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে। ২০১৭ সালে যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক চার লেন করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। কিন্তু গাছ কেটে রাস্তা সম্প্রসারণের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন পরিবেশবাদীরা। আদালত ৬ মাসের জন্য গাছ কাটার ওপর স্থগিতাদেশ দেন। এতে মহাসড়কটি চার লেনে উন্নীত করার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে রাস্তার দুই পাশে গাছ রেখেই সড়কের পুনর্নির্মাণ কাজ করা হয়। রাস্তা চওড়া করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এসব শতবর্ষী গাছ। মাটি কেটে ছয় ফুট গর্ত করে রাস্তার নির্মাণের সময় গাছের শিকড় কাটা পড়ে। এতে একটু শক্তিশালী ঝড় হলেই উপড়ে পড়ছে গাছগুলো। ফলে গাছের কারণে এই মহাসড়কটি এখন সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নাভারণ হাইওয়ে থানার ওসি রোকনুজ্জামান বলেন, কয়েকদিন পর পর এ সড়কে গাছ পড়ে, ডাল পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। চলতি ঝড়ের মৌসুমে সর্বদা আতঙ্ক নিয়ে এই সড়কে চলাচল করা লাগছে। যে কারণে এসব গাছ অপসারণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ঝিকরগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ভুপালী সরকার বলেন, এ গাছগুলোর কারণে মহাসড়কের আশপাশে বসবাসকারীরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ঝুঁকিপূর্ণ গাছ অপসারণে গত বছরের ২৮ নভেম্বর জেলা পরিষদ বরাবর চিঠি দিয়েছিলাম। মঙ্গলবার মরা গাছ ও ঝুঁকিপূর্ণ ডাল অপসারণের চিঠি পেয়েছি। যশোর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপসচিব) মো. আছাদুজ্জামান বলেন, নাগরিক আন্দোলন কমিটি বিভিন্ন দপ্তর থেকে পাওয়া আবেদনের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ গাছ অপসারণে ইউএনওদেরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে সহযোগিতা করতে সওজ, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে বলা হয়েছে। যশোরের জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক আজাহারুল ইসলাম বলেন, এসব গাছের কারণে ইতোমধ্যে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাণহানিও হয়েছে। পাশাপাশি একাধিক আবেদনও পড়েছে। এ কারণে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মরা গাছ ও ঝুঁকিপূর্ণ ডাল অপসারণ করতে ইউএনওদের বলা হয়েছে। পরে সেগুলো নিলামে বিক্রি করা হবে।

গল্পঃ কলমের যুদ্ধে

ছেলেবেলা থেকেই হুমায়ুন কবির চৌধুরী ছিলেন একটু আলাদা। গ্রামের মেঠোপথে হেঁটে যেতে যেতে তিনি দেখতেন, কোথাও কৃষকের মুখে হতাশা, কোথাও শিশুদের স্কুল না থাকার কষ্ট, কোথাও আবার নদী ভাঙনে ভিটেমাটি হারানোর কান্না। এই দৃশ্যগুলো তার কোমল মনে দাগ কাটত গভীরভাবে।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সে এক বিশেষ অভ্যাস গড়ে তোলে৩ প্রতিদিন ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো খাতায় লিখে রাখত। প্রথমে ছিল সাধারণ বর্ণনা, পরে ধীরে ধীরে সেই লেখায় যুক্ত হতে লাগল প্রশ্ন ৩ "কেন এমন হলো?", "কীভাবে এটা বদলানো সম্ভব?"। শিক্ষকরা তার লেখার ভঙ্গিতে মুগ্ধ হতেন।

একদিন বাংলার শিক্ষক বলেছিলেন,

"হুমায়ুন, তুমি শুধু গল্প লেখো না, সমাজের কথা বলো। তুমি বড় সাংবাদিক হতে পারবে।"

কথাটি হুমায়ুনের মনে গেঁথে গেল। কিন্তু সাংবাদিক হওয়া সহজ ছিল না। পরিবার চাইত, সে ভালো কোনো চাকরি করুক৩ যেন সংসারের হাল ধরে। তবু হুমায়ুন হার মানেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ পড়তে শুরু করল। ক্লাসের বাইরে সে কাজ করত ছোট ছোট পত্রিকায়, সামান্য সম্মানীতে রিপোর্ট লিখত৩ কখনও মিছিলের খবর, কখনও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের গল্প।

প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ আসে যখন একটি দুর্নীতির খবর প্রকাশ করতে হয়। অনেক ভয় ছিল৩ যদি কেউ রাগ করে ক্ষতি করে! কিন্তু তখন মনে পড়েছিল ছেলেবেলার সেই দৃশ্যগুলোর কথা৩ যারা চুপচাপ অন্যায়ের শিকার হচ্ছিল। হুমায়ুন নিজের ভেতরের সাহসকে জাগিয়ে তুলে রিপোর্ট করেছিল। আর সেই রিপোর্ট ছাপা হওয়ার পর প্রথমবার সে টের পেল৩ একটা সত্য কথা লিখে মানুষকে বদলাতে সাহায্য করা যায়।

এরপর থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। রিপোর্ট থেকে কলাম, কলাম থেকে বিশেষ প্রতিবেদন৩ একের পর এক সাফল্যের গল্প গড়তে থাকলেন হুমায়ুন কবির চৌধুরী। তবুও তিনি মনে রাখেন,

"সাংবাদিকতা শুধু খবর পৌঁছে দেওয়া নয়, এটা মানুষের স্বপ্ন, ব্যথা আর সংগ্রামের কণ্ঠস্বর।"

আজ তিনি যখন মাইক্রোফোন হাতে দাঁড়ান, বা কলম চালান৩ তখনো তার ভেতরে সেই ছেলেটি বেঁচে আছে, যে চেয়েছিল সমাজের প্রতিচ্ছবি বদলাতে, সত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে।

ড. এম এ সোবহান | গঠনমূলক সমালোচনাই কাম্য

পুলিশিং হলো অনেক উন্নতমানের এক সেবা। পুলিশ ছাড়া কোনো সভ্য দেশ ও সমাজ চলতে পারে না। পুলিশ ও জনতা একত্রে কাজ করে যে কোনো সমাজের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 'স্যার রবার্ট পিল' যখন আধুনিক পুলিশিং চালু করতে যান, তখন যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ জনগণ তাদের ক্ষমতা খর্ব হবে বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবে বলে প্রথম অবস্থায় সে পুলিশি ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে চাননি। যা হোক, পুলিশের কাজে জনমানুষের স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সবকিছু করতে পারে না বা করা যায় না। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী মানা বা কমপ্লায়েন্স নিয়ে খুব কাজ হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশকে ব্যবহার করে এবং আঘাত করে কিছু কিছু ইস্যু তৈরি করার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে এবং সমাজের একটা অংশের মানুষ কর্তৃক পুলিশের সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পুলিশিং পুলিশের বাইরের লোকজন বেশি ভালো জানেন। যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে কথা বলতে হলে, বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে মন্তব্য করলে সে প্রতিষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে। অতি সম্প্রতি একটি ভিডিওতে দেখলাম, রাষ্ট্রীয় পোশাক পরা একজন পুলিশ সদস্যকে দুই লেডি ধাক্কা দিচ্ছেন এবং বলছেন, 'আমাকে টাচ করিবে না'। এভাবে কাউকে অসম্মান করা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। একজন দুঃখ করে আমাকে বলেছেন, তারা পুলিশকে ধাক্কা দেবেন, এটাই স্বাভাবিক? তবে একটু 'আপনি' বলে সম্বোধন করলে খুব খুশি হতাম। আবার একজন লেডিকে দেখলাম, পোশাকধারী ও বুলেটপ্রুফ পরিহিত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন। এর কারণ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। প্রতিবাদের তো একটা ভাষা বা পরিভাষা থাকবে। এভাবে কাউকে গালি দিয়ে তো বিখ্যাত বা নেতা হওয়া যায় না। মনে হয়েছে, হয়তো বা তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ছিলেন অথবা তার পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব রয়েছে। উল্লেখ্য, এটা কিন্তু আমাদের সমাজের অবক্ষয়কে নির্দেশ করে। আর লেখাপড়া করে, পরিশ্রম দিয়ে, জনসেবা করে এবং মানুষকে ভালোবেসে বিখ্যাত বা নেতা হতে হয়। তাহলে সেই নেতৃত্ব টেকসই হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অনেক বড় বড় নেতাকে পরবর্তীকালে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারও কারও ধারণা, পুলিশকে আঘাত করলে বা পুলিশের সমালোচনা করলে এদেশে বুদ্ধিজীবীও হওয়া যায়। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, কেউ কেউ আবার পরিবেশগত ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত হয়েও কাজ করে থাকেন মর্মে জানা যায়। পুলিশের ওপর হামলা করা হচ্ছে; অপবাদ দেওয়া হচ্ছে-পুলিশ অসৎ, অযোগ্য, সক্রিয় নয় ইত্যাদি। বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশ পুলিশের ৯০ শতাংশ সদস্যের ঘুস নেওয়ার কোনো সুযোগই নেই। তারা পুলিশ লাইন্স, ব্যাটালিয়ন্স, রিজার্ভ ফোর্স ও বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারে কাজ করে থাকেন। এভাবে ঢালাওভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ করা শিষ্টাচারবহির্ভূত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দেশের অনেকেই লেখাপড়া থেকে দূরে সরে গেছে। দীর্ঘদিন পর একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিউএস র‍্যাংকিংয়ে এবার বিশ্বের ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে। তাই যে বা যারা সমালোচনা করেন, যদি একটু গঠনমূলক সমালোচনা করেন, তাহলে সব অংশীজন উপকৃত হবে। বস্তুত পুলিশকে জনবান্ধব, সক্রিয় হতে হলে এবং মানুষের আস্থা অর্জন করতে হলে ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা, মিথস্ক্রিয়া, যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং পাঠ্যক্রমবহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া মব সাইকোলজি জেনে ও আবেগপ্রবণ জনতা ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করে অসহিষ্ণুতা, মব জাস্টিস, সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়াস ইত্যাদি থামাতে হবে। অপরাধবিজ্ঞানী টম টেলর বলেছেন, পুলিশের লেজিটিমেসি আনতে হলে পুলিশকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। সেজন্য বাংলাদেশ পুলিশকে সর্বাগ্রে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। ক্রমাগত হামলা করলে পুলিশ কাজ করতে পারবে না। মান্যবর আইজিপি স্যার বারবার এ কথাই বলছেন, আমাদের কাজ করতে দেন, সহায়তা করুন। সবাই পুলিশকে সহায়তা না করলে কাজ করতে পারবে না। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবাই। একজন বিদগ্ধজন বলেছেন, 'বন্যা এলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও রেহাই পায় না', সেজন্য এখনই সবার সতর্ক হওয়া দরকার। এটা অস্বীকার করা যাবে না, বাংলাদেশ পুলিশ একটি বড় ট্রমা পার করেছে, এ ট্রমা এখনো অনেকের মধ্য থেকে যায়নি। আমাদের দেশের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে একটু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুলিশেও কিছু বিচ্যুতি রয়েছে। এটাও সত্য, পুলিশের একটা অংশ (সদস্যরা) ১০-১৫ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করেন। যারা ১০-১৫ ঘণ্টা ডিউটি করবেন-সেখানে অনেক সময় ভালো ম্যানেজমেন্টও ব্যর্থ হয়ে যায়। তাছাড়া পুলিশ দেশের বাইরের কোনো দ্বীপ থেকে আসেনি, তারা এ সমাজের অংশ। সুতরাং পুলিশের একটি অংশের বিচ্যুতি ও অবক্ষয়ের দায় সমাজের কেউ এড়াতে পারে না, বরং এ দায় সবার। পুলিশের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা যাক। কেউ কেউ বলছেন, এক মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে পুলিশে নিয়োগ দিতে। পুলিশকে নিয়ে পরীক্ষা না করে নিজের কাজটা সুচারুভাবে করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। প্রায় ৭ বছর ধরে পুলিশের ফিল্ড প্রশিক্ষণের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার কারণে এবং সে সুবাদে বলা যায়, একজন প্রশিক্ষণার্থীর শারীরিক ফিটনেস আনতে কমপক্ষে ৪-৬ মাস সময় প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পিটি, প্যারেড, সাঁতার, শুটিং, মার্শাল আর্ট, আইন, তদন্ত, তদন্ত-তদারকি, মানবাধিকার, ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট, শক্তিপ্রয়োগ, ফোর্স কনটিনিউয়াম, অপরাধ বিজ্ঞান, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স, মনোবিজ্ঞান, ভিকটিমোলজি ইত্যাদি শিখতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। উত্তম প্রশিক্ষণ না দিতে পারলে সর্বোত্তম সেবা পাওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীতে জাপানে সবচেয়ে অপরাধ কম। এর পেছনের মূল কারণ হলো, জাপানের মানুষের বিশেষ করে মা-বাবার মধ্যে শেইম বা লজ্জা খুব বেশি। যদি কোনো সন্তান অপরাধ করে, তাহলে ওই সন্তানের জাপানি পিতা-মাতা খুবই লজ্জিত হয়ে থাকেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকেন। আমাদের অনেক সমাজ ও সভ্যতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সমসাময়িক পুলিশিংয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো প্লুরাল পুলিশিং, প্রবলেম ওরিয়েন্টেড পুলিশিং, কমিউনিটি পুলিশিং, অ্যাভিডেন্স বেইজড পুলিশিং, ইন্টেলিজেন্স লেড পুলিশিং, ডেমোক্রেটিক পুলিশিং ইত্যাদি। সমসাময়িক পুলিশিংয়ের উপরোক্ত প্রতিটি মডেলের অনেক ভালো দিক রয়েছে। আমাদের সেগুলো থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বিশ্বের সব অপরাধ বিজ্ঞানী বলেছেন, ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অর্থাৎ ইনফরমাল সোশ্যাল কন্ট্রোল ম্যাকানিজম যদি কাজ না করে, তাহলে সমাজে শৃঙ্খলা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আসে না। সুতরাং, আমাদের অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। বখে যাওয়া, অসুস্থ ও মাদকাসক্তদের বুঝিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে ও মমতা দিয়ে সুপথে ফেরাতে হবে। তাহলেই স্থিতিশীল ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

পুলিশিং হলো অনেক উন্নতমানের এক সেবা। পুলিশ ছাড়া কোনো সভ্য দেশ ও সমাজ চলতে পারে না। পুলিশ ও জনতা একত্রে কাজ করে যে কোনো সমাজের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 'স্যার রবার্ট পিল' যখন আধুনিক পুলিশিং চালু করতে যান, তখন যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ জনগণ তাদের ক্ষমতা খর্ব হবে বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবে বলে প্রথম অবস্থায় সে পুলিশি ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে চাননি। যা হোক, পুলিশের কাজে জনমানুষের স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সবকিছু করতে পারে না বা করা যায় না। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী মানা বা কমপ্লায়েন্স নিয়ে খুব কাজ হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশকে ব্যবহার করে এবং আঘাত করে কিছু কিছু ইস্যু তৈরি করার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে এবং সমাজের একটা অংশের মানুষ কর্তৃক পুলিশের সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পুলিশিং পুলিশের বাইরের লোকজন বেশি ভালো জানেন। যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে কথা বলতে হলে, বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে মন্তব্য করলে সে প্রতিষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে। অতি সম্প্রতি একটি ভিডিওতে দেখলাম, রাষ্ট্রীয় পোশাক পরা একজন পুলিশ সদস্যকে দুই লেডি ধাক্কা দিচ্ছেন এবং বলছেন, 'আমাকে টাচ করিবে না'। এভাবে কাউকে অসম্মান করা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। একজন দুঃখ করে আমাকে বলেছেন, তারা পুলিশকে ধাক্কা দেবেন, এটাই স্বাভাবিক? তবে একটু 'আপনি' বলে সম্বোধন করলে খুব খুশি হতাম। আবার একজন লেডিকে দেখলাম, পোশাকধারী ও বুলেটপ্রুফ পরিহিত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন। এর কারণ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। প্রতিবাদের তো একটা ভাষা বা পরিভাষা থাকবে। এভাবে কাউকে গালি দিয়ে তো বিখ্যাত বা নেতা হওয়া যায় না। মনে হয়েছে, হয়তো বা তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ছিলেন অথবা তার পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব রয়েছে।

ড. এমএ সোবহান পিপিএম : কমান্ড্যান্ট (এডিশনাল ডিআইজি), পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুল, বেতবুনিয়া, রাঙামাটি

খেলাধুলা

দুর্দান্ত সেঞ্চুরির সঙ্গে টেস্টে সাদমানের ১০০০

স্পোর্টস ডেস্ক

গত বছরের আগস্টে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাত্র ৭ রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেননি সাদমান ইসলাম। এরপর তিনটি ফিফটি হাঁকিয়েছেন। তবে শতরানে পৌঁছাতে পারেননি একবারও। অবশেষে আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রামে টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরির স্বাদ পেয়েছেন বাঁহাতি ব্যাটার। যার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২৬ ইনিংস।

সাদমান টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন হারারেতে ২০২১ সালে। অর্থাৎ তার দুটি সেঞ্চুরিই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। টেস্ট ক্যারিয়ারে ২২তম ম্যাচে এসে বাঁহাতি ব্যাটার আজ ছুঁয়েছেন ১০০০ রানের মাইলফলকও। এই প্রতিবেদন লেখার সময় বাংলাদেশের সংগ্রহ ৪৯ ওভারের খেলা শেষে ১ উইকেটে ১৮৩ রান। সাদমান ১১৫ আর মুমিনুল হক ২৫ রানে অপরাজিত আছেন। বাংলাদেশ পিছিয়ে ৪৫ রানে।

গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৯ উইকেটে ২২৭ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে জিম্বাবুয়ে। সফরকারীদের প্রত্যাশা ছিল, শেষ উইকেটে আরও কিছু রান যোগ করার। তবে ক্রেইগ আরবিনের দলকে নতুন দিনে কোনো রান করতে দেয়নি বাংলাদেশ। দিনের প্রথম বলেই ব্লেসিং মুজারানিকে আউট করেন তাইজুল ইসলাম। জিম্বাবুয়ে ব্যাটারকে উইকেটরক্ষক জাকের আলীর ক্যাচ বানান বাঁহাতি স্পিনার। প্রথম আউট দিতে না চাইলেও বাংলাদেশী ফিল্ডারদের কড়া আবেদনের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত বদল করেন আম্পায়ার। অর্থাৎ প্রথম ইনিংসে ২২৭ রানেই অলআউট হয় জিম্বাবুয়ে।

এরপর ব্যাট হাতে বাংলাদেশকে দারুণ সূচনা করে দেন দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম ও এনামুল হক বিজয়। উদ্বোধনী জুটিতে ১১৮ রান করেন তারা। তবে টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটির সম্ভাবনা তৈরি করেও পারেননি বিজয়। ৮০ বলে ৩৯ রান করে ব্লেসিং মুজারাবানির এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়ে উইকেট হারান তিনি। রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি। ভাগ্যের সহায়তা না পেয়ে মন খারাপ করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে বিজয়কে।

৩৯ রানের ইনিংসটিই ডানহাতি ব্যাটারের ক্যারিয়ারসেরা টেস্ট ইনিংস। এর আগে বিজয়ের সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল ২৩ রানের। যা ২০২২ সালের জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করেছিলেন গ্রস আইল্যান্ডে। এরপরই জাতীয় দলের লাল বলের ক্রিকেট থেকে বাদ পড়েছিলেন বিজয়।

মোহামেডানকে উড়িয়ে আবারও চ্যাম্পিয়ন আবাহনী

স্পোর্টস ডেস্ক

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আবাহনীর চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাই যেন নিয়ম। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না এবারও।

মিরপুরে আজ অঘোষিত ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হলো ঢাকাই ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল দলটি।

এ নিয়ে ২৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেদের রেকর্ডটাকে আরেকটু উঁচুতে ওঠাল আকাশি-নীলেরা। টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে মোহামেডানকে ২৪০ রানে বেঁধে ফেলে আবাহনী। রানটা ৪০.৪ ওভারেই পেরিয়ে যায় মোসাদ্দেক হোসেনের দল। সফল যে রান তাড়ায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আবাহনী অধিনায়ক মোসাদ্দেক।

১০৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর উইকেটে আসা অধিনায়ক অপরাজিত ছিলেন ৭৮ রানে। ১৩৫ রানে অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে জুটিতে তাঁর সঙ্গী মোহাম্মদ মিঠুন অপরাজিত ছিলেন ৬৬ রানে।

পাকিস্তান-আরব আমিরাত সিরিজের আগে ক্যাম্প করবে টাইগাররা

স্পোর্টস ডেস্ক

আগামী মে মাসে পাকিস্তানের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশ দলের। তবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে দুই দলই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আসন্ন সিরিজটি খেলতে সম্মত হয়েছে। এদিকে পাকিস্তান সফরের আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। ইতোমধ্যে এ নিয়ে দুই বোর্ডের কথাবার্তাও অনেক দূর এগিয়েছে। তবে এই দুই সিরিজের আগে টি-টোয়েন্টির ভাবনায় থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে অনুশীলন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। বিসিবির একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, আগামী ৫ মে থেকে শুরু হতে পারে এই ক্যাম্প। ভেন্যু হতে পারে মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়াম। সবমিলিয়ে ৮ থেকে ১০ দিনের মতো হতে পারে এই ক্যাম্প। এদিকে, আরব আমিরাতের বিপক্ষে সিরিজটি ১৮ এবং ২০ মে মাঠে গড়াতে পারে। এরপর মে মাসের শেষদিকে মাঠে গড়াবে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের অ্যাওয়ে সিরিজ। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২৫ এবং ২৭ মে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ হবে ফয়সালাবাদে। এরপর বাকি তিনটি ম্যাচ হবে ৩০ মে, ১ জুন এবং ৩ জুন তারিখে।

গার্দিওলার কাছে খোলাচিঠি : কী লিখেছেন সিটি সমর্থকেরা

স্পোর্টস ডেস্ক

কোচের কাছে সমর্থকদের কী চাওয়া থাকে? দল ম্যাচের পর ম্যাচ জিতবে, জিতবে শিরোপার পর শিরোপা। পেপ গার্দিওলা সিটি সমর্থকদের সেই চাওয়া ভালোভাবেই পূরণ করেছেন। টানা চারবার সিটিকে প্রিমিয়ার লিগ ট্রফি জিতিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন করেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগেও। এবার সেই গার্দিওলার কাছে নতুন দাবি জানিয়েছেন দলটির সমর্থকেরা। স্প্যানিশ কোচকে চিঠি লিখে তাঁরা দাবি করেছেন, স্প্যানিশ কোচ যেন ইতিহাদে টিকিটের দাম কমাতে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। চিঠিটা লিখেছে ১৮৯৪, এমসিএফসি ফুড ব্যাংক সাপোর্ট, সলিড সিটিজেন্স ও ট্রেড ইউনিয়ন ক্লজ নামের কয়েকটি সিটি সমর্থক গোষ্ঠী। পরশু সেমিফাইনালে নটিংহাম ফরেস্টকে হারিয়ে সিটি এফএ কাপের ফাইনালে ওঠার পর গার্দিওলাকে চিঠি লিখেছে তারা। চিঠিতে গার্দিওলাকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে, 'পেপ, আরেকবার আমাদের ওয়েম্বলির ফাইনালে নিয়ে যাওয়ায় অভিনন্দন।

যে দুটি দলের কোচ হওয়া ক্লপের স্বপ্ন

স্পোর্টস ডেস্ক

৩০ বছর পর লিভারপুলকে প্রিমিয়ার লিগ জিতিয়েছিলেন, এনে দিয়েছিলেন চ্যাম্পিয়নস লিগও। ৯ বছরে লিভারপুলকে ৯টি শিরোপা জিতিয়ে অবশেষে ইয়ুর্গেন ক্লপ অ্যানফিল্ড ছেড়েছেন ২০২৪ সালে। কিছুদিনের বিরতি নিয়ে আপাতত কাজ করছেন রেড বুল গ্রুপের গ্লোবাল ফুটবলের প্রধান হিসেবে। তবে পুরোদস্তুর কোচিংয়ে আবার ফিরতে চান জার্মান এই কোচ।

ইংল্যান্ডে অন্য কোনো দলকে কখনো কোচিং করাবেন নাড় এটা আগেই বলেছেন ক্লপ। তবে অবসরের আগে দুটি দলকে কোচিং করানোর স্বপ্ন দেখেন তিনি। সেই দুটি দলের নাম কি? রিয়াল মাদ্রিদ ও জার্মানি জাতীয় ফুটবল দল।

তথ্যটা আসলে দিয়েছেন ক্লপেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং জার্মান ক্লাব মাইনৎসে ক্লপের একসময়ের সতীর্থ মিরোস্লাভ তানজগা। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএসকে তানজগা বলেছেন, 'লিভারপুল ছাড়ার সময় ক্লপ আমাকে বলেছিল, তার দুটি ইচ্ছাড়জার্মান জাতীয় দলের কোচ হওয়া এবং রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হওয়া। তবে এর কোনোটি আদৌ পূরণ হবে কি না, আমি জানি না।'

সেই ইচ্ছা পূরণের একটা সুযোগ অবশ্য এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে। গুঞ্জন আছে, মৌসুম শেষেই রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ব্রাজিলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেবেন কার্লো আনচেলত্তি। খুব স্বাভাবিকভাবেই নতুন কোচের সন্ধানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। সম্ভাব্য নতুন কোচ হিসেবে বেয়ার লেভারকুসেনের বর্তমান কোচ জাবি আলোনসোর নাম আছে, আছে রিয়ালের হয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পাওয়া কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের নামও। তাঁদের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ক্লপের নামও।

আর রিয়ালের কোচ হওয়ার মতো সিভি তো ক্লপের আছেই। মাইনৎসে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করা ক্লপ আলোচনায় আসেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে সাফল্য এনে দিয়ে। তাঁর অধীন দুবার বুন্দেসলিগা জেতে ডর্টমুন্ড, জেতে জার্মান কাপ, সুপার কাপ, রানার্সআপ হয় চ্যাম্পিয়নস লিগে। সাফল্যের পাশাপাশি ক্লপের হেভি মেটাল ফুটবল মুগ্ধ করে সমালোচকদেরও। এরপর লিভারপুলে গিয়ে তো ক্লাবটিতে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যান ক্লপ। তাঁর অধীন নতুন করে ইউরোপ ও ইংলিশ ফুটবলের অন্যতম বড় শক্তি হয়ে উঠে লিভার-পুল।

দৈনিক বগুড়া কণ্ঠ ৩
দেশ, মাটি ও মানুষের মুখপত্র

জনবান্ধব পুলিশ হিসেবে নিজেদের গড়ে

রাখতে হবে। পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারও কাছ থেকে কোনও বিশেষ সুবিধা নেওয়া যাবে না। ঘুষ, ও দুর্নীতি থেকে নিজেদের দূরে রাখতে হবে। জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও থানা পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে পুলিশের বিভিন্ন সমস্যা আমার নজরে আসে। এরমধ্যে সবচেয়ে প্রকট সমস্যা হচ্ছে অধস্তন ফোর্সদের থাকা ও খাওয়ার সমস্যা। তিনি বলেন, পুলিশের যানবাহন সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। থানার জন্য ২০০টি পিক-আপ ভ্যান কেনার প্রক্রিয়া চলছে, যা আজ (গতকাল মঙ্গলবার) ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উঠবে। এসব সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কাজ করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, কাজ করতে গিয়ে পুলিশ সদস্যদের অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যে বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হচ্ছে পুলিশ সদস্যদের ধৈর্য ধারণ। ধৈর্য ধারণ করে আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি বলেন, অপ্রয়োজনে লাঠিচার্জ বা বলপ্রয়োগ করা যাবে না। পুলিশের সুদূরপ্রসারী কল্যাণে বর্তমান সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, কনস্টেবল থেকে এসআই'দের ঝুঁকি ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চ সীমা (সিলিং) বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে নিচের স্তরের পুলিশ কর্মকর্তারা আগের চেয়ে অধিক হারে ঝুঁকি ভাতা পাবেন। তিনি বলেন, পুলিশ সদস্যদের মোটরসাইকেল কেনার জন্য ঋণ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পুলিশের এসআই ও এএসআই'দেরকে এ ঋণ প্রদান করা হবে। সরকার যাতে ঋণের সুদের টাকা পরিশোধ করে, সে বিষয়েও অনুরোধ জানানো হবে। তিনি আরও বলেন, অধস্তন পুলিশ সদস্যদেরকে নিজেদের বৃহত্তর জেলার মধ্যে পদায়নের চিন্তাভাবনা করছে সরকার। একইভাবে স্বামী-স্ত্রী দুজনে পুলিশ সদস্য হলে তাদেরকে একই জেলায় পদায়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি বলেন, পুলিশের জনবল সংকট রয়েছে। তাই তাদের সাংগঠনিক কাঠামোতে (টিওএন্ডই) জনবল বৃদ্ধি করা দরকার। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তিনি আইজিপি'কে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, অপরাধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ধরন ও মাত্রা দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই এসব অপরাধ দমনে প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প নেই। তিনি এসময় দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে পদায়নের নির্দেশ দেন। মতবিনিময় সভায় ট্রাফিকদের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ ট্রাফিক বক্স, শেলটার স্থাপন, রাতে টহলরত পুলিশ সদস্যদের জন্য তাঁবু স্থাপন, মাদকের মূল হোতাদের ধরতে শক্ত অভিযান পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী এনডিসি। এতে স্বাগত বক্তৃতা করেন আইজিপি বাহারুল আলম বিপিএম। সভায় বাংলাদেশ পুলিশের সব ইউনিটের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। পরে উপদেষ্টা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

আগামী নির্বাচনে সীমিত পরিসরে হলেও

দলের প্রতিনিধি, সিনিয়র সাংবাদিক ও নির্বাচন কমিশনারসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। সিইসি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ সময়ে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে কী কী করেছি তা জানাতে চাই। আমরা মনে করি, এটি বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে। জাতিকে জানাতে চাই। সবাই যাতে এক সাথে মতামত দিতে পারেন, সে জন্য আলাদাভাবে আয়োজন না করে সবাইকে একসঙ্গে ডেকেছি। ভারতসহ অনেক দেশই এই পদ্ধতি (প্রবাসীদের ভোট) এখনও চালু করতে পারেনি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী শুরুটা করতে চাই। এ জন্য বিভিন্ন দেশের প্রবাসী নাগরিকদের ভোট পদ্ধতি নিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন। আশা করি, আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো।

দ্বিতীয় বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন

অভিযান, অংশীজনদের সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগ, মনোবল বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা ও উৎসবগুলো শান্তিপূর্ণভাবে পালন নিশ্চিত করতে সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
নারী ও শিশু নিরাপত্তায় জোর প্রধান উপদেষ্টার: ড. ইউনূস বলেন, নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পুলিশকে সর্বোচ্চ সংবেদনশীল হয়ে কাজ করতে হবে। নারী ও শিশুরা যেন প্রয়োজনে পুলিশের হটলাইনে ফোন করে সহজে সাহায্য পেতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই বোঝা যাবে, দেশ নিরাপত্তা ও মানবিকতায় এগিয়ে যাচ্ছে।
নির্বাচন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কবার্তা: প্রধান উপদেষ্টা বলেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হয়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। পুলিশ সদস্যদের এ সময় অত্যন্ত সতর্ক ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। সব প্রার্থী যেন সমান সুযোগ পায় এবং ভোটাররা যেন ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট দিতে পারে এটাই মূল লক্ষ্য।
ভবিষ্যতের নিরাপদ পুলিশ বাহিনী গড়ার বার্তা: ড. ইউনূস বলেন, নির্বাচনে কোনো অন্যায় বা অনিয়মের মাধ্যমে কেউ নির্বাচিত হলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই পুলিশ সদস্যদের সত্য ও ন্যায়ের পক্ষেই থাকতে হবে একজন নাগরিক ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তার ভূমিকা থেকে। তিনি আরও বলেন, 'ভবিষ্যতে যেন আর কখনও পুলিশ বাহিনীকে কোনও দল বা অন্যায় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না যায়, তার জন্য একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। নির্বাচনের আগে ও পরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টা হতে পারে আপনাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে দেশবিরোধী বা পরাজিত শক্তি সে সুযোগ না পায়।
জাতীয় ঐক্যের আহ্বান: ড. ইউনূস বলেন, আমরা এখন এক ধরনের যুদ্ধাবস্থায় রয়েছি। অশুভ চক্র আমাদের স্বপ্ন ও ঐক্য নষ্ট করতে চেষ্টা করছে। আপনাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে জনগণ ও জাতির নিরাপত্তা রক্ষায় কোনও ঘাটতি রাখা যাবে না। তিনি প্রশংসা করে বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন ন্যায্য ও অন্যায্য ইস্যুতে মানুষ রাস্তায় নেমেছে, কিন্তু পুলিশ বাহিনী ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতেও আপনারা একইভাবে শান্তিপূর্ণ ও পেশাদার আচরণ বজায় রাখবেন। জনগণের বন্ধু হিসেবে পুলিশের যে ভাবমূর্তি, তা আপনাদেরই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
সম্প্রীতির উদ্যোগ- ধর্মীয় নেতা ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে সংলাপ: তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো পুলিশ সপ্তাহে ধর্মীয় নেতা, সাংবাদিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটি একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। জনগণের প্রত্যাশা ও পুলিশের দায়িত্ব নিয়ে নিয়মিত সংলাপ হলে দূরত্ব কমবে, বোঝাপড়া বাড়বে। আমি চাই, এটি যেন প্রতিবছর নিয়মিত হয়, শুধু পুলিশ সপ্তাহে নয় সুযোগ পেলেই এ ধরনের বৈঠক হওয়া দরকার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. বাহারুল আলম এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।

শেখ রেহানার স্বামী-দেবরসহ ৮ জনের

চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের নামে প্রায় ৫৯ হাজার কোটি টাকা লোপাট/আত্মসাতের একটি অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অভিযোগটি অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে প্রচ্ছায়া লিমিটেড নামীয় প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডাররা সপরিবারে গোপনে দেশত্যাগ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা দেশত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে গেলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তাছাড়া সার্বিক অনুসন্ধানকাজে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ ক্ষতির কারণ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধান কার্যক্রমের স্বার্থে তাদের বিদেশ যাত্রা রোধে আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন। শুনানি শেষে বিচারক তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন।

শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি করার ঘটনায়

আটক করা হয়। ফাহিমের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীর ওপর হামলার ঘটনায় পাঁচটিসহ মোট ৯টি মামলা রয়েছে।বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাকে কুমিল্লা কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

পুতুলের গুলশানের ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ

বাড়িটি জব্দের আদেশ দেন আদালত। একইসঙ্গে শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহেনা সিদ্দিক, রেহেনার সন্তান রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকের নামে থাকা জমিসহ বাড়ি ও আটটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেয়া হয়। এসব সম্পদের বাজার মূল্য ৮ কোটি ৫২ লাখ ৫ হাজার ৩২০ টাকা। পাশাপাশি শেখ হাসিনা ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের ১২৪ টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এর আগে ৪ মার্চ পুতুলের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সূচনা ফাউন্ডেশনের ১৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়। গত ১৮ মার্চ শেখ হাসি-না, বোন শেখ রেহানা, ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ৩১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত। এসব হিসাবে ৩৯৪ কোটি ৬০ লাখ ৭২ হাজার ৮০৫ টাকা রয়েছে। গত ৯ এপ্রিল শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সজিব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ১৬ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকাসহ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

জাতীয় নাগরিক পার্টির সঙ্গে গণসংহতি

এরই অংশ হিসেবে আজ বুধবার দুপুর আড়াইটায় জাতীয় নাগরিক পার্টির কার্যালয়ে আলোচনায় বসবে গণসংহতি আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক পার্টি।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায়

ও মিথ্যা মামলার প্রেক্ষাপটে তাৎক্ষণিক সহায়তার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই একটি আইনি সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলার জোর দাবি জানান। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) ইউনেস্কো গ্লোবাল মিডিয়া ডিফেন্স ফান্ডের (জিএমডিএফ) সহায়তায় 'সমষ্টি' আয়োজিত এক সংলাপ অনুষ্ঠানে কাদের গণি চৌধুরী এ দাবি জানান। সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিকদের জন্য একটি কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনি সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি করা। কাদের গণি চৌধুরী বলেন, সাংবাদিকদের জন্য একটি নিরাপদ ও স্বাধীন কর্মপরিবেশ তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। বিগত সরকার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দমননীতি চালিয়েছে এবং কালো আইন তৈরি করে হয়রানি করেছে। অথচ তাদের সুরক্ষার জন্য কোনো কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার পর গণমাধ্যমের প্রতিকূলতা অগ্রগতি সাধিত হলেও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলতার অভাব দেখা গেছে। বর্তমানে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩২টি আইন ব্যবহার করে মামলা ও হয়রানি করা হয়। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম সংলাপে উল্লেখ করেন, গত ১৫ বছরে ৬৪ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, তবে অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের বিচার আজও হয়নি। এমনকি বহুল আলোচিত সাগর-রুনি হত্যার বিচারও ঝুলে আছে। শহিদুল ইসলাম আরও বলেন, বর্তমানে সাংবাদিকরা রাজনৈতিক চাপ, মালিকপক্ষের প্রভাব, প্রশাসনিক জটিলতা ও কালো টাকার আধিপত্যের কারণে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো কার্যকর আইনি সহায়তা কাঠামো বিদ্যমান নেই। সংলাপে জানানো হয়, সাংবাদিকদের সুরক্ষার লক্ষ্যে 'সমষ্টি' ইউনেস্কো জিএমডিএফের সহায়তায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো সাংবাদিকদের জন্য একটি স্থায়ী আইনি সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলা। এই উদ্যোগে অংশীজন সাংবাদিক সংগঠন এবং আইনি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা হচ্ছে। সভায় বক্তারা সাংবাদিকদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেবল তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কাঠামোগত সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এজন্য একটি কার্যকর আইনি সহায়তা তহবিল, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তারা উল্লেখ করেন।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের

পারভীনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আয়ন-বায়ন ক্ষমতাসহ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগেও আন্দোলনের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সড়ক, মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে। "রেল ব্লকেড" কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবির ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ২০ এপ্রিল রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দাবি না মানলে 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির হুমকি দেওয়া হয়। পরে ২২ এপ্রিল আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। এর আগে ১৬ এপ্রিল তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করেন। পরের দিন ১৭ এপ্রিল রাতে মশাল মিছিল এবং তারপরের দিন ১৮ এপ্রিল কাফনের কাপড় পরে ঢাকায় গণমিছিল করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। দাবির প্রতি অটল অবস্থান এবং ধারাবাহিক কর্মসূচির মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে চাপ প্রয়োগের পথে হাঁটছে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে

নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে প্রবাসীদের ভোটদান পদ্ধতি নির্ধারণে আয়োজিত এক সেমিনারে অংশ নিয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে তিনি এসব কথা বলেন। নজরুল ইসলাম খান বলেন, ২০১৪ সালে যখন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছিল ইসি, তখন আমরা প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার সুযোগের প্রস্তাব করেছিলাম। ২০১৭ সালের ভিশন ঘোষণা, ২২ সালের ২৭ দফাতেও প্রবাসীদের ভোটের কথা বলেছি। ২০২৩ সালের ৩১ দফার রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাবেও এই বিষয়টি বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। প্রবাসীদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার উদ্যোগের প্রতি বিএনপির পূর্ণ সমর্থন আছে। তিনি বলেন, সেমিনারে প্রবাসীদের ভোটিংয়ের জন্য তিন প্রস্তাব (অনলাইন, প্রক্সি ও পোস্টাল ভোট পদ্ধতি অনলাইন সিস্টেম) উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা আমাদের দলে আলোচনা করে মতামত দেবো। কোনটা সবচেয়ে ভালো হয়, সে মতামত দেবো। এই মুহূর্তে কোনো সিস্টেমই ফুলপ্রুফ না। কোর্টশিপ করে বিয়েও ফুলপ্রুফ না। ফুলপ্রুফ হলে সংস্কার, বিপ্লবের প্রয়োজন হতো না। আমরা বিবেচনা করবো, আমাদের যেটা কম ঝামেলা হবে, সবচেয়ে যেটা গ্রহণযোগ্য হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে, যেটা সবচেয়ে সাশ্রয়ী হবে, সেই প্রক্রিয়ার প্রতি আমরা সমর্থন দেবো বলে আশা করি। তিনি আরও বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের যে পার্সেন্টেজের কথা বলা হচ্ছে, এটার কোনো নির্ভরযোগ্যতা আছে কি না বলা যায় না। একটা উপস্থাপনায় বলা হয়েছে, যেমন সবচেয়ে বেশি ২৯ লাখ আছে ভারতে। আসলেই এটা সঠিক? ভারতে কি এত মানুষ আছে? ইউটিউবের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো সূত্র নেই। বাংলাদেশ থেকে কত মানুষ প্রবাসে স্থায়ী হতে যায়, এই তালিকা কোথাও নেই। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বা বিএমইটিতেও কোথাও নেই। কত প্রবাসী ফিরে এসেছে, সেই তালিকাও নেই। কাজেই এসব বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হয়। বিএনপির এই খ্যাতিমান শ্রমিক নেতা বলেন, আমেরিকার নাগরিক বাংলাদেশিরা নাগরিকত্ব নিলে তাদের দূতাবাসে রিপোর্ট করতে হয়। আমাদের দেশের নাগরিকদের জন্য এমন সিস্টেম নেই। আমি নিজে দেখেছি অনেক প্রবাসীর পাসপোর্ট নেই। অনেকেই আবার মৃত ব্যক্তির পাসপোর্টে প্রবাসে যায়। তাই শুধু এনআইডি বিবেচনায় নিয়ে প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়টি যথেষ্ট নয়। কেননা, সবার এনআইডি নেই। তাই পাসপোর্টও বিবেচনায় নিতে হবে। আবার অনেকের কোনোটাই নেই। এই বিষয়গুলোর কী হবে? তিনি বলেন, আমাদের দূতাবাসগুলোর যে অবস্থা, তাতে তাদের ওপর ভরসা করলে ঝুঁকি হবে। কারণ দূতাবাসগুলো তো প্রবাসীদের প্রয়োজনীয় সেবাই দিতে পারে না। কাজেই তাদের কর্তৃক কাজে লাগানো যাবে, প্রশ্ন থেকেই যায়। দূতাবাসের সঙ্গে ইসির লোকবল যুক্ত নয় থাকে, সেটা যদি করা যায়, উইকেন্ডেও থাকলে অনেক কাজে লাগবে। তিনি আরও বলেন, আমরা যাদের মর্যাদাদান বঞ্চিতভাবে, শিক্ষক; বছরের পর বছর তারা টাকা পাঠান না। টাকা পাঠান শ্রমিকরা। অথচ মর্যাদা দেওয়া হয় যারা বড় বড় পদে আছেন বা অ্যাম্বাসির সঙ্গে যাদের খাতির আছে। কিছু জেলা আছে যেখানে এত প্রবাসী যে তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রভাবিত করলে অসুবিধা নেই। তারা যদি দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে নির্বাচন ব্যবস্থাকেও যদি পালটে দিতে পারে, দিক না। সেমিনারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনসহ অন্য নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিব আখতার আহমেদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টরা অংশ নিয়েছেন।

পুলিশের জন্য ১৭২ কোটি টাকায় কেনা

টাঙ্গাইল কটন মিলসের ১.৩৬ একর জমি বিক্রয়ের প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন 'টাঙ্গাইল কটন মিলস লি.' ১৯৬১ সালে ২৭.২৯ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং-২৭ মূলে জাতীয়করণ করা হয় এবং এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব বিটিএমসি'র কাছে ন্যস্ত করা হয়। বিটিএমসি'র বর্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় মিলের ১.৩৬ একর জমি বিক্রির জন্য বিটিএমসি প্রস্তাব করে। জানা গেছে, এর আগে গত ২০১৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় জমি বিক্রয়ের অনুমোদনের প্রস্তাব করা হলে মিলটির অব্যবহৃত জমি বিক্রয় না করে সেখানে উন্নয়নমূলক/জনহিতকর কাজে উক্ত জমি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ওই সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিটিএমসি'র বর্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় প্রাইমারিকানাধীন টাঙ্গাইল কটন মিলস লি. এর ১.৩৬ একর জমি বিক্রয়ের নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হলে বর্তমান কমিটি তাতে অনুমোদন দিয়েছে। সূত্র জানায়, 'আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ) (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের আওতায় 'স্মার্ট কার্ড ও পার্সোনালাইজেশন, ও 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' খচিত লেখা মুদ্রণ কাজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এর সহায়তায় সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে 'আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ) (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের লট-১ এর আওতায় মোট ১ কোটি ৫৩ লাখ ৪১ হাজার 'স্মার্ট কার্ড ৪৯ কোটি ৫৫ হাজার টাকায় পার্সোনালাইজেশন করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। লট-২ এর আওতায় ২৫.৫০ লাখ স্মার্ট কার্ড পার্সোনালাইজেশন মুদ্রণ কাজ পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৬ (২) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এর কাছ থেকে ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হলে কমিটি তাতে অনুমোদন দিয়েছে। প্রতিটি পার্সোনালাইজেশন 'স্মার্ট কার্ডের ব্যয় ৩১.৯০ টাকা। বর্ণিত ২৫.৫৯ লাখ কার্ডের মধ্যে ২.৫০ লাখ কার্ড 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' খচিত লেখার সংস্থান থাকলেও এক্ষণে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' শব্দদ্বয় এর পরিবর্তে সাধারণ স্মার্ট কার্ড এর ন্যায় পার্সোনালাইজেশন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া বৈঠকে হরিপুরে ১০০ (১০% কম-বেশি) মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বার্জ মাউন্টেড পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রকল্পের স্পন্সর কোম্পানি স্মিথ কো-জেনারেশন (বাংলাদেশ) প্রা. লি. এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)-এর সঙ্গে বিরোধীয় বিষয়ে স্পন্সর কর্তৃক কোম্পানি ইউনাইটেড স্টেটস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে জারি করা মামলা আদালতের বাইরে মেডিয়েশনে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে সমঝোতা ও বর্ণিত পরিমাণ মার্কিন ডলার পরিশোধের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পলিথিনমুক্ত মডেল বাজার কমিটিকে

ও বিকল্প পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। পরিবেশ সচিব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কঠোরভাবে 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১' অনুসরণ করার নির্দেশ দেন এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার দেবজিৎ সিংহ। উপসচিব সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু মূল প্রবন্ধে পলিথিনের ক্ষতি ও সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরেন। সভায় সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পুলিশ, বন বিভাগ, সরকারি দপ্তর, ব্যবসায়ী, হোটেল মালিক, সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে মতামত দেন।

জলবায়ু একটি ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট সংকট

বলেন, জলবায়ু সংকট কেবল একটি পরিবেশগত জরুরি অবস্থা নয়, বরং এটি একটি ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট সংকটও বটে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখলেও আজ জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাবের মুখে পড়েছে তুলনামূলকভাবে কম কার্বন নিঃসরণকারী উন্নয়নশীল দেশগুলো। প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত প্রথম পর্যায়ের প্রাথমিক পরিবেশ ন্যায়বিচার আন্দোলন (Early Environmental Justice Movements in the United States) থেকে শুরু করে কোচাবাম্বার People's Agreement of Cochabamba and the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth সংক্রান্ত জলবায়ু ন্যায়বিচারের ধারাবাহিক বিকাশের ইতিহাস তুলে ধরেন। বাংলাদেশের সংবিধানে পরিবেশ সুরক্ষায় দেশের অঙ্গীকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থায়ী আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষত, বিপজ্জনক শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে যেমন জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে (Ship- breaking Industry) পরিবেশগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করেছে। এসময় তিনি তাঁর নিজের দেওয়া রায়সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায়গুলো উল্লেখ করে দেখান যে, কীভাবে পরিবেশগত অধিকারগুলোকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নেতৃত্ব দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি দক্ষিণ এশিয়া ও অন্যান্য দেশগুলো বিশেষ করে আর্জেন্টিনা, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের প্রবর্তিত নীতির তুলনা করেন। এছাড়া প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তব্যে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় প্যারিস চুক্তির কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর সহায়তায় শক্তিশালী আর্থিক ও আইনি কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। সেই সাথে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষের বাস্তুচ্যুতি, ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে একটি বৈশ্বিক নৈতিক মানদণ্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে বাস্তুচ্যুত জনগণের জীবন, আশ্রয় ও জীবিকা সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম এমন আইনগত কাঠামো প্রবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আইনজীবীদের প্রতি একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, জলবায়ু ন্যায়বিচার এখন আর কোনো বিলম্বিত আদর্শ নয়, বরং এটি একটি সংবিধানিক অঙ্গীকার। আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ এবং বিচার প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে নতুন প্রজন্মের আইনজীবী ও বিচারকগণদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধান বিচারপতি।

সব শর্ত মেনে আইএমএফের ঋণ নেওয়া

ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আইএমএফের সব শর্ত মানবো না। আমরা আমাদের মত সিদ্ধান্ত নিবো। এতে আইএমএফ কিস্তি দিলে দিবে, না দিলে নিজেদের মত করেই বাজেট করবো।

পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগে প্রলোভনে

কোনও উপায়ে কনস্টেবল পদে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিলে, তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ পুলিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেউ কোনও প্রতারকের সন্ধান পেলে নিকটস্থ থানায় বা পুলিশ সুপারের অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

বাংলাদেশে পেপাল, ওয়াইজ ও স্ট্রাইপ

ফ্রিল্যান্সার ও আইটি প্রফেশনাল কমিউনিটির' ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১০ লাখেরও বেশি সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার ও আইটি উদ্যোক্তা রয়েছেন। যারা প্রতি বছর একটি বড় অংকের বৈদেশিক মুদ্রা রেমিট্যান্সে যুক্ত করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু এখনও বাংলাদেশে পেপাল, ওয়াইজ ও স্ট্রাইপের মতো জনপ্রিয় পেমেন্ট সেবাগুলো চালু হয়নি, যার ফলে দেশের তরুণ উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সাররা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতায় পড়ছেন। এসময় বক্তারা বলেন, বিশ্বব্যাপী রিমোট কাজের সুযোগ বাড়লেও বাংলাদেশে পেমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এদেশের ফ্রিল্যান্সাররা পিছিয়ে পড়ছেন। এসময় তারা বর্তমান সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে পেপাল, ওয়াইজ ও স্ট্রাইপের মতো আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে চালুর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। সংবাদ সম্মেলন শেষে ফ্রিল্যান্সার ও আইটি পেশাজীবীরা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দফতরে একটি স্মারকলিপি জমা দেবেন বলে জানানো হয়। স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও আইটি খাতের অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেমের সহজলভ্যতা এখন সময়ের দাবি বলে উল্লেখ করা হয়। এসময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফ্রিল্যান্সার ও আইটি পেশাজীবী এমরাজিনা ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, এইচ এম ওসমান শাকিল, গোলাম কামরুজ্জামান, আতিকুর রহমান, সুমন সাহা, মিনহাজুল আসিফ, রাসেল খন্দকার ও সাজিদ ইসলাম প্রমুখ।

শিশু আছিয়াকে ধর্ষণ-হত্যার মামলায় ১০

আলী। এনিয়ে মোট ১৬ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হলো। এ মামলায় মোট ৩৭ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। সকালে কড়া পাহারায় প্রধান আসামি হিটু শেখ, তার দুই ছেলে সজীব শেখ (আছিয়ার দুলাভাই) ও রাতুল শেখ এবং হিটুর স্ত্রী জাহেদা বেগমকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এমজাহিদ হাসানের আদালতে আনা হয়। বিচারক ১০ জনের সাক্ষ্য নেওয়ার পর আজ বুধবার মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করেন। এ সময় আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মনিরুল ইসলাম মুকুলসহ বাদীপক্ষের একাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। আসামির পক্ষের আইনজীবী সোহেল আহম্মেদ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আদালতে নেওয়ার সময় এ মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখ বলেন, আমরা দোষী না। আমরা বাসায় যখন ছিলাম, তখন আছিয়া সুস্থ ছিল। আমরা যখন বাসা থেকে বের হয়ে কাজে কামে গিছি, তারপর বেলা ১১টার সময় খবর পাই। আমরা কোনো অপরাধী না। আমরা যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, যে শাস্তি আছে, সেই শাস্তি মাথা পেতে নিব। হিটু শেখের ছোট ছেলে রাতুল শেখ আদালতে যাওয়া সময় সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনার দিন সকাল আটটার দিক আছিয়া ঘুম থেকে আমাকে ডেকে ওঠায়। আছিয়া বলে, ভাইয়া কাজে যাবেন না? আমি তখন আছিয়াকে বলি কাজে যাব।

প্রচ্ছায়া লিমিটেডের ৮ পরিচালকের

আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম এ আবেদন করেন। সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজিব আহমেদ ওয়াজেদ (জয়), তার ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার ছোট বোনের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের নামে প্রায় ৫৯ হাজার কোটি টাকা লোপাট বা আত্মসাত সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাত সদস্যের অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানের বরাত দিয়ে আবেদনে বলা হয়েছে, প্রচ্ছায়া লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডাররা সপরিবারে গোপনে দেশ ত্যাগ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তাছাড়া সার্বিক অনুসন্ধানকাজে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ ক্ষতির কারণ রয়েছে। বিধায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধান কার্যক্রমের স্বার্থে তাদের বিদেশ যাত্রা রোধে আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য ২০

বাজেট ভাবনা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানে শিশুবান্ধব বাজেট সেশনে বক্তারা একথা বলেন। সেশনে সভাপতিত্ব করেন স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার এবং ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন 'সেভ দ্য চিলড্রেন ইন' বাংলাদেশের উপদেষ্টা জাফর সাদিক। এসময় শুধু কাগজে বাজেট বরাদ্দ নয়, প্রয়োজন শিশুবান্ধব বাজেট বাস্তবায়ন ও সঠিক তদারকির দাবি জানান তারা। ধারণাপত্রে জাফর সাদিক বলেন, জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য অন্তত ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা উচিত। এই বরাদ্দ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় ব্যয় করতে হবে এবং আলাদাভাবে উপস্থাপন করে তার বাস্তবায়ন তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। বিএনপির সাবেক এমপি আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমরা বাজেটে ফাঁকিবাজির মধ্যে থাকি। শিশুদের জন্য বরাদ্দ যথেষ্ট নয়, ফলে তারা সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। এতে দেশের ভবিষ্যতও বাধাগ্রস্ত হয়। অর্থনীতিবিদ ড. ওমর ফারুক জানান, গবেষণায় দেখা গেছে, ৯২ শতাংশ স্কুলগামী শিশু পর্নে আসক্ত। ঢাকায় আছে মাত্র ১শ'টির মতো দিবাযত্ন কেন্দ্র আছে যা একেবারেই পর্যাপ্ত নয়। শিশু সংগঠক জাকারিয়া হাবিব পাইলট বলেন, সংসদে বাজেট নিয়ে জনগণের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। শিশুদের অংশ সংবলিত বাজেট প্রণয়ন না হলে ভবিষ্যতের ভারসাম্যপূর্ণ বরাদ্দ সম্ভব নয়। উদ্যোক্তা শামীম আশরাফ ও তাহমিনা রহমান সাথী শিশুদের মানসিক বিকাশের সময়সীমা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়েও বাজেটে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানান।

নীলফামারীতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে

করতেন। সেখানে রান্না করার সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে তারা অগ্নিদগ্ধ হন। বিস্ফোরণের শব্দ ও ধোঁয়া দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে উত্তরা ইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে নীলফামারী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তারা চিকিৎসাধীন আছেন। সদর থানার ওসি এম আর সাঈদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিস্ফোরণের কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডিইপিজেডে বিদ্যুৎ বিপর্যয় ৩০ ভাগ

এঘটনায় গতকাল মঙ্গলবারও প্রায় ৫টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। জানা যায়, ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের পাওয়ার প্লান্ট থেকে ডিইপিজেডে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। তারা তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্যাস নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতেন। তবে বিল বকেয়াসংক্রান্ত কারণে গত সোমবার দুপুরে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটিতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এর পর থেকে ডিইপিজেডে নেমে আসে বিদ্যুৎ বিপর্যয়। ডিইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক শরীফুল ইসলাম বলেন, গতকাল মঙ্গলবার সকালেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। সকাল ৯ টা পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুৎ থেকে (আরইবি) অল্প পরিমাণের সাপোর্ট পাওয়া যায়, যা দিয়ে কারখানাগুলো চালানো সম্ভব হয়নি। বর্তমানে আমরা ২৫ থেকে ২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাচ্ছি। এতে প্রায় ৭০ ভাগ কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম চলছে। আমরা আরইবি থেকে ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের আশা করছি। ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেলে ৯০ ভাগ কারখানায় উৎপাদন চালু করা সম্ভব হবে। তবে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। শরীফুল ইসলাম আরও বলেন, তিতাসের সঙ্গে ইউনাইটেডের বকেয়া নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা চলছে। তিতাস বলছে বিল বকেয়া রয়েছে অপর পক্ষ বলছে কোন ধরনের বিল বকেয়া নেই। এটাতে ভোগান্তিতে পড়েছে ডিইপিজেডের কারখানাগুলো। এতে করে উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো সময় মতো রপ্তানি করতে পারবে না। ডিইপিজেডের ইউনাইটেড পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থাপক মমতাজ হাসান বলেন, সমস্যা সমাধানে প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চলছে। আশা করি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।

নওগাঁয় স্কুল ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের

হলো- উপজেলার সুরানন্দ গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে সাকিল (২৪) ও আলাদিপুর গ্রামের রবুর ছেলে আব্দুল আলীম (৩০)। রায়ের সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিল। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ৮ মার্চ রাতে ১৪ বছর বয়সী এক ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে সুরানন্দ গ্রামের হাবিবুল্লাহ শাহ এর আম বাগানের দোচালা ঘরে নিয়ে যায় সাকিল। সেখানে সাকিল ও আব্দুল আলীম তাকে ধর্ষণ করে। পরে ছাত্রী নিজেই থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ তদন্ত শেষে ঘটনার সত্যতা পেলে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে। শুনানি শেষে গতকাল মঙ্গলবার আদালত দুই জনকে সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। এ সময় জরিমানার টাকা ভুক্তভোগীকে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক। রায়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সন্তোষ প্রকাশ করলেও আসামিপক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল করবেন বলে জানান।

কারিগরি শিক্ষার্থীরা যা শিখছেন চাকরির

শিক্ষায় অধিকতর মনোযোগ, বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনার অভাব এবং বাস্তবায়ন করা কার্যক্রমগুলোর পরিবীক্ষণ যথাযথভাবে না হওয়ায় কারিগরি শিক্ষার পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সংবাদ সম্মেলনে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেসব টুলস বা যন্ত্র দিয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করছে, সেগুলোর চাহিদাও বাজারে শেষ হয়েছে। ফলে একজন শিক্ষার্থী পড়াশোনা শেষ করার পরও বেকার থাকছেন। কিন্তু বিদেশি লোকজন ঠিকই কাজ পেয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের কোনো শিক্ষা কমিশন যেভাবে কাজ করার কথা ছিল, সেভাবে করেনি। তারা সঠিকভাবে কাজ করলে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার এমন পরিস্থিতি হতো না। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো কীভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন করেছে, সেটির কোনো অংশ আমাদের দেশে করা হয়নি। কোরিয়া, জাপান ও ভারত যেভাবে কারিগরি শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পরিবর্তন করেছে, সেটা আমরা করতে পারিনি। বর্তমান যুগে গণিত, বিজ্ঞান ও অটোমেশনে দক্ষ না হলে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে বৃহত্তর এবং অধিক ন্যায়সংগত প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করা টেকসই উন্নয়নের আওতায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি।

সাভারে তৃতীয় শ্রেণির

বাড়িতে কেউ না থাকায় সুযোগ পেয়ে ঘরে ঢুকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। পরে শিশুটির বাবা-মা বাড়ি ফিরে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। তবে তাৎক্ষণিক লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েটিকে নিজ গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ পাঠিয়ে দেন তার বাবা-মা। সেখানে গিয়ে শিশুটির শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাকে মানিকগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভুক্তভোগীর বাবা জানান, অভিযুক্ত মমতাজ সম্পর্কে তার চাচাতো চাচা হয়। সেই সূত্রেই তাদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। ঘটনার দিন শিশুটিকে বাড়িতে রেখে তিনি দিনমজুরির কাজে যান এবং শিশুটির মা বাড়ির পাশের জমিতে শাক তুলতে যাওয়ায় ফাঁকা বাড়িতে একা পেয়ে শিশুটিকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করেছে অভিযুক্ত মমতাজ। পরে ঘটনা জানার পর লোকলজ্জার ভয়ে এবং অভিযুক্তরা প্রভাবশালী হওয়ায় শিশুটিকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানে তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে তাকে চিকিৎসার জন্য মানিকগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তিনি অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি চান। এ বিষয়ে সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় শিশুর বাবা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনি ব?্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেরাদিয়ায় পশুর হাট বসানোয়

আইনজীবী লিটন আহমেদ ও জহিরুল ইসলাম। পরে আইনজীবী জহিরুল ইসলাম জানান, আবাসিক এলাকায় গরুর হাট বসানো যায় না। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ইজারা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এ নিয়ে রিটের পর গত সোমবার হাইকোর্ট মেরাদিয়া বাজারের পূর্ব পাশে খাল পাড়ের খালি জায়গায় অস্থায়ী পশুর হাট বসানোর ওপর তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন এবং রুল জারি করেছেন। এর আগে গত ২১ এপ্রিল ইজারা বিজ্ঞপ্তি দেয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। বিজ্ঞপ্তির নয় নম্বর কলামে 'মেরাদিয়া বাজারের পূর্ব পাশে খাল পাড়ের খালি জায়গা'য় পশুর হাটের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। পরে বনশ্রীর স্থানীয় বাসিন্দা মো. শাহব উদ্দিন শিকদার নয় নম্বর কলামের বৈধতা নিয়ে রিট করেন। রুলে ঈদুল আজহা-২০২৫ এ 'মেরাদিয়া বাজারের পূর্ব পাশে খাল পাড়ের খালি জায়গা'য় পশুর হাট বসানো কেন বেআইনি হবে না এবং বিজ্ঞপ্তি থেকে কেন নয় নম্বর কলাম সরানোর নির্দেশনা দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়েছেন। স্থানীয় সরকার সচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ঢাকার জেলা প্রশাসক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার ও খিলগাঁও থানার ওসিকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

রাজধানীতে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে

আলী পাটোয়ারী নামে এক ব্যক্তি চকলেট ও বিস্কুটের প্রলোভন দেখিয়ে শিশুটিকে একটি বন্ধ ফ্যাক্টরির তৃতীয় তলায় নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে বাসায় ফিরে শিশুটির মা ঘটনার বিস্তারিত জেনে থানায় মামলা করেন।

দেশের গ্যাস খাতে সিস্টেম লসে বছরে

ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ও বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের সিস্টেম লস যথাক্রমে ১০ দশমিক ৫৩ ও ১৩ দশমিক ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। মূলত সিস্টেম লসের নামে এ গ্যাসের সিংহভাগ চুরি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কারিগরি ত্রুটি ও অপরিকল্পিত পাইপলাইন নির্মাণের কারণেও গ্যাস খাতে সিস্টেম লস কম নয়। তবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার আর দক্ষতা নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশে সিস্টেম লস ৩-৪ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব। সম্প্রতি জ্বালানি বিভাগের প্রকাশিত রোডম্যাপে দেশের গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলোর সিস্টেম লস ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে তিতাস ও বাখরাবাদ কোম্পানি এ উদ্যোগের বাইরে থাকছে। যদিও পুরনো পাইপলাইন ও অবৈধ সংযোগ বিবেচনায় তিতাস ও বাখরাবাদের সিস্টেম লস সর্বনিম্ন ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, গ্যাস খাতের সিস্টেম লসে সরকারের প্রতি বছর আর্থিকভাবে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে। ওই ক্ষতির কারণে এ খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কারিগরি ক্ষতির নামে গ্যাস অপচয় হয়েছে ১৩৭ কোটি ঘনমিটার। এলএনজি আমদানি ও সরবরাহে পেট্রোবাংলার খরচ প্রতি ঘনমিটারে ৭৯ টাকা ৩৪ পয়সা। ওই হিসাবে গ্যাস অপচয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা বেশি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলোর সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে রোডম্যাপ তৈরি করেছে। তাতে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সিস্টেম লস সন্তোষজনক মাত্রায় কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ওই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কোম্পানিগুলোর জন্য পুরস্কারের পাশাপাশি ব্যর্থ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও রেখেছে জ্বালানি বিভাগ। এদিকে বৈশ্বিকভাবে গ্যাস খাতের সিস্টেম লসের গ্রহণযোগ্য মাত্রা বিতরণ খাতে দশমিক ২০ থেকে দশমিক ৩০ শতাংশ। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুরনো পাইপলাইন ও লিকেজ বিবেচনায় স্থানীয়ভাবে আদর্শিক সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয় ২ শতাংশ। যদিও এখন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) বিতরণ কোম্পানিগুলোকে সিস্টেম লসের হার বিবেচনায় ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার তাগিদ দিয়েছে। বিশেষ করে তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির সিস্টেম লস অনেক বেশি। তাদের এক বছরের মধ্যে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। গ্যাস খাতের দক্ষতা বাড়িয়ে এ ধরনের অপচয় কমিয়ে আনা সম্ভব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গ্যাস উৎপাদন-সঞ্চালন ও বিতরণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিস্টেম লস কমিয়ে এনেছে। দেশে এ খাতে দক্ষতা ও উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। সিস্টেম লস কমানো গেলে গ্যাস খাতের বিপুল পরিমাণ ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে বিতরণকারী কোম্পানি তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহনেওয়াজ পারভেজ জানান, গ্যাসের সিস্টেম লস কমাতে রোডম্যাপ দিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। সেখানে সিস্টেম লসের একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেগুলো মোকাবেলা করেই তিতাস সিস্টেম লস সন্তোষজনক অবস্থানে নামিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এ প্রসঙ্গে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, গ্যাসের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে একটা রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

চমেক শিক্ষার্থী আবিদ হত্যার

কর্মী ফয়সাল, নাজিম ও মাসুমকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে ছাত্রলীগ। পরে আবিদ মারা যায়। এ ঘটনায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিকেল কলেজ প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ করে। একাডেমিক কাউন্সিলের সভা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. সেলিম মো. জাহাঙ্গীর অনির্দিষ্টকালের জন্য মেডিকেল কলেজ বন্ধ এবং ছাত্রসংসদ কার্যক্রম স্থগিত ও কলেজ ক্যাম্পাসে সব প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।